NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ চাকরি হারানোর চেয়ে দেশ হারানোর ভয় আরও আতঙ্কের!

বিবাহ বিচ্ছেদের পর খোরপোশ পাবেন মুসলিম মহিলারা ৭

কলকাতা ১১ জুলাই ২০২৪ ২৬ আষাঢ় ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.7.2024, Vol.18, Issue No. 32 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

‘খয়রাতি নয়, অধিকার’

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: বিবাহবিচ্ছেদের পরে মুসলিম মহিলারাও খোরপোশ চাইতে পারেন তাঁদের স্বামীর কাছে। এ ব্যাপারে দেশে যে খোরপোশ আইন চালু রয়েছে, তা সমস্ত ধর্মের মহিলাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। স্ত্রীর খোরপোশের দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন মহম্মদ আবদুল সামসাদ নামে এক ব্যক্তি। সেই মামলাটির শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসির বেঞ্চে। শুনানিতে সামসাদের আর্জি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে বলে, ‘খোরপোশকে যদি স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীর প্রতি দাক্ষিণ্য বা খয়রাতি ভাবেন, তবে ভুল করবেন। এটা যে কোনও বিবাহিত মহিলার অধিকার। ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মহিলাই এই অধিকার পাওয়ার যোগ্য।’

বিস্তারিত দেশের পাতায়

কেজরির অবর্তমানে আপে ভাঙন

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: বারবার আর্জি জানানো হলেও আদালতে জামিন মিলছে না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। এরই মাঝে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ভাঙতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টি। এবার আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ছত্তরপুরের বিধায়ক কর্তার সিং তানওয়ার। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার আনন্দ ও বীণা আনন্দ। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে তাঁদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দেন দিল্লির বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবা ও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ও বর্তমান আপ বিধায়কদের পাশাপাশি এদিন বিজেপিতে যোগ দেন দিল্লির আপ কাউন্সিলর উমেদ সিং ফোগাট-সহ বেশ কয়েকজন আপ সদস্য।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

খাবারে টিকটিকি, অসুস্থ ৩৫

অমরাবতী, ১০ জুলাই: হস্টেলের ব্রেকফাস্টে টিকটিকি। সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অন্তত ৩৫ জন পড়ুয়া! এমনই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল তেলঙ্গানায়। ইতিমধ্যেই রাঁধুনি ও তাঁর সহকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে হস্টেলের কেয়ারটেকার ও স্পেশ্যাল অফিসারকে শো কজ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মেদক জেলার টি জি মডেল স্কুলের হস্টেলে এই ঘটনা ঘটেছে। পড়ুয়ারা সকালের খাবার খাওয়ার পরই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি ও ডায়রিয়ায় ভুগতে থাকে অনেকেই। দ্রুত তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

বিদ্যুৎ অপচয় রুখতে নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও ভবনে বিদ্যুত খরচে রাশ টানতে রাজ্য সরকার ১৬ দফা নির্দেশিকা জারি করেছে। বিদ্যুৎ অপচয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের পর বিভিন্ন দপ্তরে বিদ্যুত ব্যবহার নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিক এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। তা সব দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা কেন জরুরি, তা উল্লেখ করে ওই নির্দেশিকায়, টিফিনের সময় ও ছুটির পরে পাখা, আলো-সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক উপকরণ বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছে। জানালার কাছে ও অন্য যেসব জায়গায় পর্যাপ্ত আলো রয়েছে, সেখানে আলো জ্বালাতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজ শেষ হলে কম্পিউটার, এয়ারকন্ডিশনার প্রভৃতি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যে ৪ আসনে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ছাড়া মোটের উপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের ৪ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। বিকেল ৫টা পর্যন্ত রায়গঞ্জে ভোট পড়েছে ৬৭.১২ শতাংশ, মানিকতলায় ভোট পড়েছে ৫১.৩৯ শতাংশ, রানাঘাট দক্ষিণে ভোট পড়েছে ৬৫.৩৭ শতাংশ ও বাগদায় ভোট পড়েছে ৬৫.১৫ শতাংশ। ৪ কেন্দ্রে গড়ে ভোট পড়েছে ৬২.৭১ শতাংশ। তবে পাঁচটার পরও ভোটের লাইনে কয়েকজন ভোটার থাকায় ভোটদানের হার আরও কিছুটা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে রাজ্যের আর পাঁচটা ভোটের মতই একেবারে শান্তিপূর্ণ হয়নি চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। বুধবার উপনির্বাচন হয় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, মানিকতলা, রানাঘাট দক্ষিণ ও বাগদায়। চার কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১০৯৭ বুথের মধ্যে স্পর্শকাতর বুথ ছিল ১৪২টি। মোতায়েন করা হয়েছিল ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি বুথে কিছু উত্তেজনার ঘটনা ঘটে। ভোটের সকালেই গুলি চলেছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে রানাঘাট দক্ষিণের পূর্ণনগরে। কমিশনকে দেওয়া রিপোর্টে জানানো হয় রানাঘাট থানার আইসি, এসডিপিও তদন্ত করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা যদিও জানিয়েছেন, কোনও গুলির শব্দ পাওয়া যায়নি। বাগদায় উঠেছে বুথ জ্যামের অভিযোগ। মানিকতলায় বিভিন্ন বুথে সিসিটিভি বন্ধ করে ভোট করানোর অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিকেল ৪টে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩১ জনকে।

পূর্ণনগরে বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ জনাকয়েক দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়, ভাঙচুর করে বাড়ির একাংশ। পাশাপাশি গুলিও করা হয়। এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় পরিবারের মধ্যে। বুধবার ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যান রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা।

এছাড়াও রানাঘাট দক্ষিণে ৯০/৮৩ নম্বর বুথে বিজেপির নির্বাচনী বুথ ভেঙে দেওয়া এবং ভোটার স্লিপ ছিড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে

ছবি: অদিতি সাহা

ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। রানাঘাট দক্ষিণে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে বলে অভিযোগ করে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে সিপিআইএম। এদিন বাগদা বিধানসভার বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮২ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বুথ জ্যামের অভিযোগ ওঠে। বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসকে হেনস্থা করারও অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর ঘিরে অশান্তি হয় বাগদার গাদপুকুরিয়ায়। আক্রান্ত হয় সংবাদমাধ্যমও। গাদপুকুরিয়ার ১৮৮ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাস পরিদর্শনে গেলে তৃণমূল সমর্থকরা তাঁর উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থী বলেন, ওই বুথে ছাপ্পা ভোটের খবর পেয়েই তিনি সেখানে গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে যান। তখনই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে বের করে দেন। এরপরই তৃণমূলের সমর্থকরা তাঁর উপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলার ঘটনায় উত্তেজনা বাগদায়, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

এদিকে, মানিকতলার একাধিক বুথে সিসিটিভি বন্ধ করে ভোট করানোর অভিযোগ ওঠে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দপ্তরে এই অভিযোগ জানায় বিজেপির প্রতিনিধি দল। মানিকতলার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। তাঁকে দেখে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, উপনির্বাচনের চারটে কেন্দ্র মিলিয়ে দিনভর যা অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৩১ । এর মধ্যে রানাঘাটে মঙ্গলবারের ঘটনায় প্রথমে ২৬ জন এবং ভোটের দিন আর ও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া বাগদা কেন্দ্রে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩জনকে।

তবে নির্বাচনী এই অভিযোগ পালটা অভিযোগের মধ্যেই ধরা পড়েছে সৌজন্যের ছবি। মানিকতলার উল্টোডাঙায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের মা সন্ধ্যা চৌবে। কোথায় ভোট হচ্ছে ঠাওর করতে পারছিলেন না তিনি। তাঁকে হাত ধরে ভোট দিতে সাহায্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট অনিন্দ্য রাউত। এই সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীর মা।

সিবিআইয়ের ‘অপব্যবহার’ করেছে কেন্দ্র: সুপ্রিম কোর্ট

রাজ্যের অভিযোগকে সুপ্রিম মান্যতা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: সিবিআইয়ের অপব্যবহার করেছে কেন্দ্র; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অভিযোগের গুরুত্বকে মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র যে সিবিআইয়ের অপব্যবহার করছে, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কেন্দ্র এই গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল শীর্ষ আদালতে। কেন্দ্রের বিরোধিতা খারিজ করে শীর্ষ আদালত রায় দিল, মামলার শুনানি চলবে। সিবিআই এফআইআর দায়ের করতে গেলে রাজ্যের অনুমতি প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই বক্তব্যেরও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ অগস্ট।

রাজ্যের এক্তিয়ার অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো বিভিন্ন কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট পদক্ষেপ করছে। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে বা তাদেরকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো তাদের কাজ চালাচ্ছিল। সরকারের কোন অনুমতি না নিয়ে সরকারের এক্তিয়ার অগ্রাহ্য করে সিবিআই তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

বুধবার বিচারপতি ভি আর গাভাই -এর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিকে অগ্রাহ্য করেছে। রাজ্যের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজ করতে হবে। রাজ্যের এই আবেদনকে সম্মতি জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের অনুমতি না নিয়ে যদি কেন্দ্রীয় এজেন্সি কাজ করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত এসে যায় বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকারকে অগ্রাহ্য করা যায় না বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের এই দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের দাবিকে মান্যতা দিয়েছে। কয়েকদিন আগে আইটিসি সোনারে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের প্রধান বিচারপতি-সহ বিচারপতি গাভাই, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত সকলেই সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর গুরুত্ব কে অনুধাবন করে সুপ্রিম কোর্টে বুধবার বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা রাজ্যের দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত এনে সিবিআই রাজ্যের অনুমতি না নিয়ে তাদের যে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল রাজ্য। রাজ্যের সেই আপত্তি করার কোনও এক্তিয়ার নেই সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনুধাবন করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাবিকে অগ্রাহ্য করেছে। বরং রাজ্যের দাবিকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রের স্যুট অনুমতি দিলেও এ নিয়ে শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চ। অর্থাৎ রাজ্যের যে মূল দাবি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বজায় রেখে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে রাজ্যের অনুমতি নিয়ে সিবিআইকে কাজ করতে হবে তাতে সম্মতি জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট বলছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

২০১৮ সালে কেন্দ্রের রাজ্যের এই দাবিকে অগ্রাহ্য করে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিল যে এটা পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল অবশ্যই রাজ্যের দাবি যুক্তিসঙ্গত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই কেন্দ্রের স্যুট বজায় থাকলেও এ নিয়ে শুনানি হবে বলে সম্মতি জানিয়েছে বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চ। এটা রাজ্য সরকারের নৈতিক জয় বলে মনে করছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক জয় বলে মনে করছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

চল্লিশ বছর পর অস্ট্রিয়া সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী

উষ্ণ আলিঙ্গন ও বন্দেমাতরমে স্বাগত মোদিকে

ভিয়েনা, ১০ জুলাই: দু-দিনের রাশিয়া সফর সেরে অস্ট্রিয়া গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রায় ৪১ বছর পর প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেদেশের রাজধানী ভিয়েনায় পা রেখেছেন নমো। বিমানবন্দরে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে। এর পর মোদির সঙ্গে দেখা করেন চ্যান্সেলর কার্ল নেহামার। দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে সৌজন্য বিনিময় করেন। নেহামারের সঙ্গে খোশ মেজাজে সেলফিতে ধরা দেন মোদি।

মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে অস্ট্রিয়া যান প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান, অস্ট্রিয়ার বিদেশমন্ত্রী আলেকজান্ডার শ্যালেনবার্গ। এর পর নমোর সঙ্গে দেখা করেন নেহামার। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরকে দেখে জড়িয়ে ধরেন মোদি। সেলফিতেও ধরা দেন। এরপর দুজনে একসঙ্গে নৈশ্যভোজ সারেন। বুধবার তাঁদের বৈঠক হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতেই বৈঠক নিয়ে কথা হয় নেহামার-মোদির মধ্যে। ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ 'বন্ধু' ও 'সহযোগী' উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডলে নেহামার লেখেন, 'ভিয়েনায় স্বাগত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপনাকে অস্ট্রিয়ায় স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আপ্লুত। ভারত ও অস্ট্রিয়া বন্ধু ও সহযোগী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী।'অস্ট্রিয়ায় পৌঁছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে উচ্ছ্বসিত মোদিও। নেহামারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'ভারত ও অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব খুবই মজবুত। আগামিদিনে এই বন্ধন আরও মজবুত হবে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আমরা একযোগে কাজ করব।' প্রায় চার দশক পর ইউরোপের এই দেশটিতে ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী পা রেখেছেন। যা নিয়ে বেজায় খুশি অস্ট্রিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা। যে হোটেলে মোদি রয়েছেন সেখানে তাঁর বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রিয়া তাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির জন্য বিশ্বে খ্যাত। মঙ্গলবার মোদির সামনে 'বন্দে মাতরম' গানটি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। যা মন কেড়েছে নমোর। সেই গানের ভিডিও এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি শেষ বার অস্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন। নেটো-র সদস্য দেশ নয় অস্ট্রিয়া। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের মাঝেও নয়াদিল্লির মতো রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল রেখেছে ভিয়েনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও ভারত ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে কথা হতে পারে। দু-দেশ মিলিতভাবে শান্তি ফেরানোর পথ খুঁজতে পারে। তাছাড়া মোট ৩৫টি ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থা রয়েছে অস্ট্রিয়ায়। ভারতে স্টার্ট আপ, উৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোই প্রধানমন্ত্রীর সফরের লক্ষ্য। এই সকল বিষয় নিয়েই হয়তো অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদি।

অনিয়ম: বদলি হলেন ১৮০ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূমি দপ্তরে স্বচ্ছতা আনতে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত। বুধবারও দপ্তরের বহু আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। এদিন কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ১৮০ জনের বেশি মহকুমা ও ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিককে বদলির খবর এসেছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কম গুরুত্বপূর্ণ পদেও বদলি করা হয়েছে। কয়েকজনকে অন্য দপ্তরে বদলি করা হয়েছে। বদলি হওয়া আধিকারিকদের ১২ জুলাইয়ের মধ্যে নতুন পদে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য এই দপ্তরের কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করার পর ওই দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার এক লপ্তে চারশোর বেশি ভূমি আধিকারিককে বদলি করে নবান্ন।

উপনির্বাচনের দিনও চললো কুণাল ও কল্যাণের দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচন চলাকালীনই কুণাল-কল্যাণের দ্বৈরথ অব্যাহত থাকল বুধবার। একদিকে যখন মানিকতলায় উপনির্বাচন চলছে, সেই সময় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে চললো দোষারোপের পালা। নির্বাচনের দিনই সাংবাদিক বৈঠক করে ফের একের পর এক তথ্য 'ফাঁস' করলেন কল্যাণ। বেনজির আক্রমণ শানালেন কুণাল ঘোষের উদ্দেশ্যে। পালটা কুণালও নিজের দাবিতে অনড় থাকলেন।

কল্যাণ এদিন পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'এই মানুষটা কয়েকদিন আগে তাপস রায়কে জেতানোর জন্য নিজের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমার কাছে হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট রয়েছে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সব লোকেরা তাপস রায়ের হয়ে কাজ করছে। বিজেপির হয়ে কাজ করছে।'

মঙ্গলবারই কল্যাণ চৌবে অভিযোগ করে বলেছিলেন কুণাল ঘোষ নাকি বিজেপিতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। এর জন্য একাধিকবার তাঁর বাড়িও গিয়েছেন তিনি। বুধবার বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'উনি আমার বাড়িতে একটা মেরুন স্যান্ট্রো করে অংখ্যবার গিয়েছেন। আমায় বলেছিলেন বিজেপিতে যোগ দেবেন।' যদিও, এ নিয়ে কুণাল জানিয়েছিলেন, 'বিজেপি-তে যাওয়ার ইচ্ছা হলে পচা কল্যাণকে আমার লাগবে না।' এদিন 'পচা কল্যাণ' শব্দটি নিয়ে প্রতিবাদ করেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী। বলেন, 'এই শব্দটাকে আমি নিন্দা করছি। উনি নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন।' পালটা কুণালও জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে বার বার যাওয়ার যে কথা কল্যাণ বলেছেন, তা বলে নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

এরপরই কল্যাণ চৌবে বলেন, 'ওঁর ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে যে বিজেপি জিতবে তার স্ক্রিনশট রয়েছে আমার কাছে। তবে আমি ব্যক্তিগত কথোপকথন বাইরে আনব না। দু'সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের অবস্থান বদলালেন। উনি বলেছিলেন লোকসভা নির্বাচনের আগে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে কী হতে চলেছে বিজেপির প্রার্থী পক্ষে এই ওয়ার্ডের লোকেরা কাজ করবে।'

ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়, বদ্রীনাথে পাহাড় ভেঙে নামল ধস

কাশী, ১০ জুলাই: ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়। চামোলি জেলায় পাহাড় ভেঙে ধস নামায় অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক। থমকে গিয়েছে যান চলাচলও। পাহাড়ের একাংশ ভেঙে ধস নামার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই ভারী বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অংশে। ভূমিধসের কারণে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধও হয়েছে বেশ কয়েক বার। রাজ্যের চম্পাবত এবং উধম সিং নগর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায়। অলকানন্দা-সহ রাজ্যের বেশ কিছু নদী কোনও কোনও অংশে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বুধবার চামোলি জেলায় বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের উপরে ধস নামায়

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও এখন গাড়ি ধীর গতিতে চলছে। দ্রুত গতিতে ধস সরানোর কাজ চলছে। ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত গতিতে নেমে আসছে বোল্ডার, পাথরের টুকরো। ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক। মাঝে কয়েক দিনের বিরতির পর সোমবার থেকে চারধাম যাত্রা শুরু হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আবহাওয়া দপ্তর উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টি চলার পূর্বাভাস দিয়েছে। ভূমিধসের আশঙ্কায় রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন। গত শুক্রবার চামোলি জেলাতেই ধস নেমে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শনিবার পাথরের টুকরো পড়ে আহত হন হায়দরাবাদের দুই পর্যটক।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২৬ নং এফিডেভিট বলে Dhiman Pal S/o. Ajit Pal ও Dhiman Paul S/o. A. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২৫ নং এফিডেভিট বলে Papia Biswas W/o. S. Biswas ও Papia Biswas (Roy) W/o. Sanjit Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২২ নং এফিডেভিট বলে Subinoy Bhattacharya S/o. Amar Chandra Bhattacharya ও Subinoy Bhattacherjee S/o. A. Ch Bhattacherjee সাং নবগ্রাম পূর্ব, চন্দননগর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Chanchal Acharya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binoy Bhushan Acharya ও B. Acharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Dipankar Mandal ও Dipankar Mondal S/o. Kalipada Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯৩২ নং এফিডেভিট বলে Sujit Kumar Goswami S/o. Santosh Kumar Goswami ও Sujit Kr. Gaswami S/o. S. K. Gaswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ ই জুলাই। ২৬ শে আষাঢ়। বৃহস্পতি বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, দিবা ১/৪ র পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৯২১ নং এফিডেভিট বলে Samir Mallick S/o. Darusalam Mallick ও Samir Mallik S/o. D. S. Mallik সাং কোড়লা, পোলবা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪১৮ নং এফিডেভিট বলে Animita Chowdhury, Animita Choudhury ও Animita Chaudhuri D/o. Late Anil Kumar Daschowdhury W/o. Simul Prasad Chaudhuri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী স্বদেশ চন্দ্র ধর ওরফে স্বদেশ ধর, পিতা- স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র ধর, সাং-ঝোড়হাট, পোষ্ট- ঝোড়হাট, থানা- সাকড়াইল, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০২ (পঃবঃ), বিগত ইংরেজি ০৯/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর হাওড়া অফিসের ১ নং বহির ১১৭৭২/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- নদীয়া, থানা- শান্তিপুরের অধিন, জে.এল নং ২২, মৌজা- শান্তিপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪৩৯, এল.আর দাগ নং ৩৩১২, জমির পরিমান ০.০৫০০ একর মধ্যে ০.০১৫৩ একর।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি

শ্রীমতী শান্তা ধর, স্বামী- শ্রী প্রশান্ত ধর, সাং- ব্রহ্মতলা মুচিপাড়া, পোষ্ট ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ (পঃবঃ)

বিজ্ঞপ্তি

আমি কুমারী সুচিতা বোস, পিতা- মৃত দেবব্রত বোস সাং-যশড়া, পোঃ- চাকদহ, থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া কৃষ্ণনগর থানার আন্তগত ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজার ২৭৬/৭৫৩ R.S ও L.R জরিপে একই দাগের ৩.৮৩৩ শতক সম্পত্তি গত ইং ১০.১১.২০২৩ তারিখে A.D.S.R চাকদহ অফিসে রেজিষ্টিকৃত ২৭৪১৬৬০/২০২৩ নং একখানি আমমোক্তানামা দলিল বলে মূল মালিক ১) শ্রীমতী সুমিতা দাস, স্বামী- মৃত অমল দাস, পিতা- মৃত দেবব্রত বোস সাং- যশড়া, পোঃ- চাকদহ, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া ২) শ্রীমতী সুনন্দা নাগ, স্বামী- শ্রী অজিত কুমার নাগ, পিতা-মৃত দেবব্রত বোস সাং B-6/258 কল্যাণী, পোঃ- কল্যাণী, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া মহাশয়াদ্বয় দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-I A.D.S.R/D.S.R অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আলিয়া বিবি স্বামী – সেখ নওসার আলি সাং- তোড়গ্রাম, পোঃ পাঁচগড়া, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712149, বিগত ইং-24/11/2022 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-6422/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ নওসার আলি** পিতা মৃত সেখ আহম্মদ আলি সাং- তোড়গ্রাম, পোঃ পাঁচগড়া, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712149)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **সেখ নওসার আলি** ডি.এস.আর-I, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 3566/24 নং দলিল মূলে **সালেহা বানু** পিতা মহঃ হাবিবুল্লা মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা থৈপাড়া, জে.এল.-41, হাল এল. আর 82/2 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 819 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 28 শতকের মধ্যে 0.6666 অংশে 19 শতক তন্মধ্যে 16.625 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
সেখ নওসার আলি
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য পিতা – ৺নিত্যানন্দ মহারাজ ওরফে শ্রীমদ নিত্যাননদজী মহারাজ সাকিম – তেলিপাড়া, পোঃ গুপ্তিপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন - 712512, বিগত ইং-13/10/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-9653/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ও **শ্রী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য** পিতা – ৺নিত্যানন্দ মহারাজ ওরফে শ্রীমদ নিত্যাননদজী মহারাজ সাকিম – তেলিপাড়া, পোঃ গুপ্তিপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন - 712512, বিগত ইং- 06/12/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-11219/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে একুনে মোট দুইটি আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী শিবেন্দু দাস** পিতা ৺অনন্ত দাস সাকিম – বাঁধাগাছি, পোঃ গুপ্তিপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন - 712512) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী শিবেন্দু দাস** ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে **শ্রী অচিন্ত সাহা** পিতা শ্রী নিত্যানন্দ সাহা মহাশয়কে I-323/2024 নং দলিল মূলে 4.86 কাঠা বিক্রয় করি।

তপশীল – প্রথম I-9653/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা মীরডাঙ্গা, জে.এল.-4, হাল এল. আর 4011 খতিয়ানে, সাবেক 95 ও হাল 221 দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 68 শতকের মধ্যে 4 কাঠা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে ও দ্বিতীয় I-11219/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা মীরডাঙ্গা, জে.এল.-4, হাল এল. আর 4011 খতিয়ানে, সাবেক 95 ও হাল 221 দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 68 শতকের মধ্যে 4 কাঠা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।একুনে মোট 8 কাঠা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

ইতি-
শ্রী শিবেন্দু দাস
আমমোক্তার

E-TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 05/15th CFC (TIED)(01)/ 2024-2025/4e.** Last date of submission **25.07.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur - II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 03/5th SFC 2024-2025,** Last date of submission **18.07.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Shyamnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Shyamnagar, Nadia. **NIET No. 3E/2024-25,** Last date of submission **18.07.2024 upto 11a.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/697/5th SFC(01)/2024-25.** Last date of submission **16.07.2024 up to 12p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.**

E-TENDER

E- tender invited by the Pradhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 04/Nati-II/5thSFC/2024-25,** Last date of submission **18.07.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Pradhan,
Natidanga- II Gram Panchayat.**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের নির্দেশে ও তাদের পক্ষে- শ্রী চঞ্চল কুমার সরকার পিতা- ঁতরুন কুমার সরকার সাকিম- গোপীনাথপুর, পোঃ থানা-চন্দ্রকোনা জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর অধীন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার চন্দ্রকোনা মৌজায় হাল ২৮০৬ দাগে ০.২৭৬ শতক, হাল ২৮০৭ দাগে ০.১৪ শতক ও হাল ২৮১৫ দাগে ০.২৪৯ শতক সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন ও বিক্রয়াদির জন্য শ্রী শান্তনু সরকার পিতা- ঁতরুন কুমার সরকার সাকিম-গোপীনাথপুর, পোঃ ও থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর যথা আমাকে গত ইং-২১/০৩/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর চন্দ্রকোনা অফিসে ৪ নং বহির ১০১১০০০০২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত আমমোক্তর বলে আমি শ্রী শান্তনু সরকার গত ইং- ২৪/০৬/২০২৪ তারিখে চন্দ্রকোনা এ.ডি.এস.আর অফিসে ১ নং বহির ৩৭৭৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় দলিলমূলে চন্দ্রকোনা থানার চন্দ্রকোনা মৌজায় হাল ২৮০৬ দাগে ০.২৭৬ শতক, হাল ২৮০৭ দাগে ০.১৪ শতক ও হাল ২৮১৫ দাগে ০.২৪৯ শতক সম্পত্তি শ্রী ভরত সেন পিতা শ্রী তিলক সেন সাকিম-গোপালপুর, পোঃ ও থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর কে বিক্রয় করিয়াছি।

উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী অফিস এবং বি.এল.আর.ও চন্দ্রকোনা-২ অফিসে অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ইতি

শ্রী শান্তনু সরকার পিতা-ঁতরুন কুমার সরকার সাকিম-গোপীনাথপুর, পোঃ ও থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২ ১২০ ১

Amit Kumar Das
Advocate
Judges' Court, Paschim Medinipur
Enrolment No.- F/298/183 of 2009

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জানানো হইতেছে যে ঈশিতা খাতুন, পিতা- ইসমাইল (Ismail Sk) সাং + পোঃ- রুকুনপুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া। রঘুনাথপুর নিবাসী সাতকড়ি সেখ গত ইং 19/06/2020 সালে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে IV-112/20 নং একখন্ড আমমোক্তার দলিলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ১) বসিদ সেখ, পিতা- সকের ২) আব্বাস সেখ, পিতা- লোকা ৩) জাইরুল মন্ডল, পিতা- আকুল মন্ডল মহাশয়কে অর্থাৎ উল্লেখিত আমমোক্তার নিযুক্তকৃত দাতা গত ইং 26/04/24 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে 4358 নং দলিলে রুকুনপুর ১ নং মৌজার 1270 খতিয়ান হইতে 1023 দাগে 30 শতক জমি আমাকে রেজিষ্ট্রী করিয়া দেয় এবং আগামী 15.07.2024 তারিখে স্থানিয় ব্লক বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে 4762/24 নং শুনানীর দিন ধার্য্য করিয়াছেন। যদি উল্লেখিত সম্পত্তির উপর আমমোক্তার দেওয়া মালিকের কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে কৃষ্ণনগর -২ নং অর্থাৎ ধুবুলিয়া B.L & L.R.O অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত প্রমান সহ আপত্তি জমা দেবেন। অন্যথায় কেসটি আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৫/২০২৪

শ্রী সম্রাট ভট্টাচার্য্য, পিতা-ঁমনোজ কুমার ভট্টাচার্য্য, ১৭০ ঘটক ভিলা, ঘটকপাড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১।

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানান যাইতেছে যে, অত্র কেসের দরখাস্তকারী কনকশালী ঘটকপাড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী নিবাসী অধুনা মৃতা শ্রীমতী সুনীতি ব্যানার্জী, স্বামী- ঁনীলমনি ব্যানার্জী কর্তৃক নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির সাপেক্ষে গত ১৪/১২/২০১২ তারিখে সম্পাদিত ও এ. ডি. এস. আর. সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬০/২০১২ নং রেজিটার্ড উইলের একজিকিউটর হিসাবে উক্ত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্ত হুজুর আদালতে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার উক্ত প্রবেটে দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে হাজির হইয়া তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে

তপশীল

জেলা ও জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ.ডি.এস. আর. সদর হুগলী, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে এল নং-২১, এল. আর খতিয়ান নং-৩০৭৪, এল.আর. দাগ. নং- ২২৭৬, পরিমান .০৪৮ একর বাস্তু, মায় তদুপরিস্থিত ৬০০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট একতল গৃহ যাহা হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের কনকশালী মহল্যার ১১/১১/৪৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে ।

**দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী রঞ্জন পাল
উকিলবাবু**

**আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট, হুগলী।**

নোটিশ

জেলা- হুগলী
হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ২৭/২০১৯
(প্রবেট)

শ্রীমতী মনিদীপা মুখার্জী (ঘোষ), স্বামী- সাগরময় ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী মাতা- স্বর্গীয় দিপালী মুখার্জী, সাকিম- সি/ই ৩২, রবীন্দ্রনগর, পোঃ- বড়তলা, থানা- রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা-৭০০০১৮।

...দরখাস্তকারী ।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীর স্বর্গীয় মাতা স্বর্গীয়-দিপালী মুখার্জী, স্বামী- রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী তাহার জীবদ্দশায় তাহার কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী মনিদীপা মুখার্জী (ঘোষ) কে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া থানার অধীন জে. এল. নং- ০৭, মৌজা- কেওটা, আর. এস. খতিয়ান নং- ৭৫২, এল. আর. খতিয়ান নং- ১০০৪, আর. এস. দাগ নং- ৩২১৪, এল. আর. দাগ নং- ৮৭৪৫, শ্রেনী- বাস্তু, পরিমান- ০.১০২ একর যাহার উপর ৩৮ বৎসর পুরাতন দ্বিতল পাকা গৃহাদি সহ ফাঁকা জমি সম্পত্তি গত ইং ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে একটি উইল করিয়া যান, যাহা নোটারিয়াল রেজিষ্ট্রী হয় ইং ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে। উক্ত উইলটির প্রবেট লইবার জন্য এ্যাক্ট ৩৯ এর মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে যাহা হুগলী জেলা জজ বাহাদুর এর আদালতে বিচারাধীন আছে । এবিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে নতুবা মোকর্দ্দমাটি একতরফা নিস্পত্তি হইবে।

**দরখাস্তকারীর পক্ষে
Saumya Mondal
এ্যাডভোকেট**

**আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া**

NOTICE

U/O 5 Rule 20 of CPC
In the Court of the Ld. Addl. District Judge (6th Court), Dist. - Paschim Medinipur
Mat Suit No- No.970/2022
(Petition under section 13 of Hindu Marriage Act)

Anup Seth --Vs-- ...Petitioner
Smt. Nilam Seth, ...Respondent

Publication issued to Smt. Nilam Seth, W/O- Anup Seth C/O- Jitendra Srivastava of Vill- Adarshnagar P.O.- Boro Bahera, P.S.- Uttarpara, Dist- Hooghly, Pin-712246

Whereas the above named petitioner had filed the above noted Mat Suit for divorce, in the above referred suit, notice could not be served to the Respondent.

It is ordered to the above name respondent to appear before the Ld. Court in person or through lawyer on **06/08/24 at 10.30 a.m.** Otherwise the above noted case would be disposed with due process of law.

BY ORDER
**Bench Clerk
A.D.J. 6th Court,
Peschim Medinipur**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নজিরবিহীন উদযাপনের সাক্ষী থাকল তিলোত্তমা। বকুলতলা একতা সংঘের উদ্যোগে রথযাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন বেলেঘাটার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১৫০-র বেশি রথ এদিনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারকরা তাদের মধ্যে সেরা ১০টি রথসজ্জাকে পুরস্কৃত করেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি দেওয়া হয় ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ও ইনডাকশন। কর্মসূচি সফল হতেই এলাকাবাসীদের ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা সমাজসেবী বীরেন দত্ত।

৬ হাজার দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে হাওড়ার সাবেক চতুষ্পাঠীতে থাকা প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তা ডিজিটাইজ করার কাজ শুরু হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে মহাভারতের উপর অর্জুন মিশ্রের সম্পূর্ণ টিকা, জয়দেবের রতিশাস্ত্রের মতো বহু দুষ্প্রাপ্য ও অমুদ্রিত পুঁথি। এগুলির ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হলে গবেষকদের কাজের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে আশা হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের।

এই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম সহ-সভাপতি তথা পুঁথি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা ড. রত্না বসু।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখানে রামায়ণ ও মহাভারত তো রয়েইছে এছাড়াও রয়েছে দর্শন, ব্যাকরণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় হাজার ছয়েক পুঁথি। সেগুলি ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু হয়েছে।' ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন, 'শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার, পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন ও গবেষণা করে আসছি। এক্ষেত্রেও আমরা এগিয়ে এসেছি এইসব পুঁথি সংরক্ষণে।' প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী ও ড. রত্না বসুর তত্ত্বাবধানে ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার থেকে তিনটি স্টিলের আলমারিও এই কাজের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

এর একটাই লক্ষ্য, প্রাচীন পুঁথিগুলিতে যা রয়েছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভবিষ্যতে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের তরফ থেকে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে, যেখানে পাঠক ও গবেষকরা পুঁথিগুলি পড়তে পারবেন। রত্না বসু বলেন, 'এই উদ্যোগ প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' ড. নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, 'তিন বছরের মধ্যে এই ৬০০০ পুঁথি সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশানের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।'

রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া হাওড়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার তাঁতি পাড়া এলাকায় বন্ধ ঘরের মধ্যে মৃত মায়ের দেহ আগলে বসে থাকতে দেখা গেল মেয়েকে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার হাওড়ার চ্যাটার্জি হাট থানার অন্তর্গত তাঁতিপাড়া এলাকার ৮ নম্বর তিব্বতিবাবা লেনের বাড়ির ভেতর থেকে পচা দুর্গন্ধ ছড়ালে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এলাকায় তীব্র কটু গন্ধ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশকে। চ্যাটার্জি হাট থানারপুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে ঘরের মেঝেতে পচাগলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই বাড়ির বাসিন্দা মিনতি মুখোপাধ্যায়ের (৭০) মৃতদেহ। আর তা আগলে রয়েছেন পঁয়তাল্লিশ বছরের মেয়ে কাকলি মুখোপাধ্যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ছুটে আসেন মিনতিদেবীর ভাই বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, তাঁর দিদি অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। আর তার ভাগনিও মানসিক ভারসাম্যহীন। মাঝেমধ্যে তিনি আসতেন খোঁজ নিতে। দিন-দশেক আগে এসে তিনি টাকা দিয়ে যান। মাঝে আর আসতে পারেন নি। তারই মধ্যে ঘটে গেল এই ঘটনা।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ অধিকারিকদের অনুমান, মৃতদেহটি বেশ কয়েকদিন আগে থেকে ওই ঘরের মধ্যে পড়ে ছিল। অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বর্তমানে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পারা যাবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি ওই বৃদ্ধার মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে রিহ্যাব সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। সুস্থ হওয়ার পর আত্মীয়দের কাছে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, এর আগেও হাওড়ায় চ্যাটার্জি হাট থানা-সহ কয়েকটি স্থানে এই ধরণের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও ২০১৫ সালের ১৫ জুন কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের একটি বাড়ির বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় ৭৭ বছরের একজন বৃদ্ধের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ। পুলিশ সেখানে গিয়ে তদন্ত শুরু করতেই আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। জানা যায়, ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে দিদি দেবযানী দে-এর কঙ্কালের সঙ্গে বাস করছেন পার্থ দে নামে এক ব্যক্তি। এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাতে যথেষ্টই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত, প্রবীণদের দেখভালের জন্য ২০১৭ সালে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে 'শ্রদ্ধা' নামে একটি সংগঠন তৈরি করা হয়। যদিও তারপরও হাওড়া জেলায় একাধিকবার ঘটেছে রবিনসন স্ট্রিটের মতো ঘটনা।

পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু দুই ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের। বুধবার বেলায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় থানার তালপুকুর এলাকায়। মৃতদের নাম সুজল দাস ও রৌনক সাউ। টিটাগড় আঙলো ভার্নাকুলার হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল সুজল। আর ওই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল রৌনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেরি করে স্কুলে যাওয়ায় এদিন পাঁচ ছাত্রকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বাড়িতে না ফিরে ওই পাঁচ ছাত্র সোজা চলে যায় ব্যারাকপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তালপুকুর এলাকার চাতাল পুকুরে। তিনজন ছাত্র পুকুর পাড়ে বসেছিল। সুজল সাউ ও রৌনক সাউ পুকুরে স্নান করতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে ডুবে যায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাকি তিন ছাত্র ওই দুজনকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা ওঁদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গিয়েছে, টিটাগড় পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বউবাজার এলাকার বাসিন্দা ওই মৃত দুই ছাত্র। হাসপাতালে এসে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, 'মার্মান্তিক ঘটনা। স্কুল থেকে বেরিয়ে দুইজন ছাত্র পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। বাকি তিন ছাত্র ওদেরকে জল থেকে তুলে টোটো করে হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ জুলাই ২০২৪ ২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে রাজ্যের পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ বিচারপতি সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একেই বেআইনি দখল নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে চাপানউতোর চলছেই। এবার তা নিয়ে বিস্ফোরক বিচারপতি অমৃতা সিনহা। অভিযোগ, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বুজিয়ে রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে বহুতল, বাড়ি, কারখানা এমনকি রিসর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ সেই সমস্ত জায়গাকে ফের দ্রুত আগের অবস্থায় ফেরাতে হবে। ওয়েট ল্যান্ড অথরিটিকে ৩১ জুলাই কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, বেআইনি নির্মাণের যাবতীয় নথি সিইএসসি এবং ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে দিতে হবে। কোথায় কোথায় বেআইনি নির্মাণে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে সে সব খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে ওই দুই সংস্থা। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়েও। একইসঙ্গে রাজ্যের উদ্দেশ্যে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'আপনারাই ৫০০-র বেশি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করেছেন। অন্তত পাঁচটা ভাঙার প্রমাণ দিন।'

এদিন এ প্রসঙ্গে সওয়াল জবাবের সময় কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায় বিচারপতিকে। রীতিমতো ক্ষোভের সুরেই জানতে চান, 'এতদিন ধরে কী করেছে

প্রশাসন? কোনও আংশিক কাজ নয়, সামগ্রিকভাবে কী করেছেন ডিএম? ভাঙা কী শুধু কাগজ কলমে হয়েছে? ওই জলাভূমিকে আগের অবস্থায় ফেরাতে হবে। আর কতদিন এই সব বেআইনি নির্মাণ দাঁড়িয়ে থাকবে?' এরই রেশ ধরে জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'ডিএম উদাসীন আচরণ করছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

এদিকে রাজ্যের দাবি, কাজ হচ্ছে। বিগত কয়েক মাসে অনেকটাই এগিয়েছে কাজ। রাজ্যের আইনজীবী জানান, গত বছর ডিসেম্বরে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তিনতলা বাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। ৫২টি ক্ষেত্রে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৫০০-র বেশি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে সেখানে। পুরসভা ও জেলা প্রশাসন কাজ করছে।

যদিও মামলাকারীর দাবি, কোর্ট প্রথম যে বিল্ডিং ভাঙতে বলা বলেছিল, সেখানে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপরই জেলাশাসককে নিজের দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে বিচারপতি বলেন, 'জেলাশাসক যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হবে না। মানছি, সেখানে অনেক ক্ষোভ-বিক্ষোভ হবে। কিন্তু চেষ্টা না করলে কিছু হবে না।' এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, 'ওই জলাভূমি আগের অবস্থায় ফেরাতেই হবে। গয়ংগচ্ছ মনোভাব আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। এবার থেকে এই মামলার লাগাতার শুনানি করব।'

উপনির্বাচনে রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি মানিকতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গের রাজনীতিতে সৌজন্যের নজির দেখা গেল মানিকতলা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। বিজেপির প্রার্থী কল্যাণ চৌবের মাকে ভোট দিতে সাহায্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডের মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট অনিন্দ্য কিশোর রাউত। সূত্রে খবর, বুধবার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভোট দিতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যা দেবী। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোন বুথের কোন অংশে তাঁর ভোট পড়েছে, সেটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন অনিন্দ্য কিশোর রাউত নিজেই। এই প্রসঙ্গে অনিন্দ্য কিশোর রাউত জানান, 'উনি ভোট দিতে এসেছিলেন। সাহায্যের দরকার ছিল। আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য করেছি।' আর বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের মা জানান, 'আমার ছেলের বয়সী। আমার একটা সাহায্য দরকার ছিল। ও সেটা করেছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার বেলার দিকে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভোট দিতে এসেছিলেন কল্যাণের মা সন্ধ্যা চৌবে। সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা ভোট দিতে এলেও তাঁর সঙ্গে 'ভোটার স্লিপ' ছিল না। কল্যাণ চৌবের মা জানান, তিনি সেটা আনতে ভুলে গিয়েছেন। ফলে কোন বুথের কোন পার্টে ভোট দিতে যাবেন তিনি তা নিয়ে ধন্দে পড়েন। বিষয়টি নজরে আসতেই এগিয়ে আসেন মানিকতলার তৃণমূলের মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট তথা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিন্দ্য কিশোর রাউত। তিনিই ভোট দিতে সাহায্য করেন সন্ধ্যা চৌবেকে।

একাদশ শ্রেণির সেমিস্টার পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাদশ শ্রেণির সেমিস্টার পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রথম সেমিস্টারে প্রত্যেকটি বিষয়ের পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের।

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দুপুর ৩ টে নাগাদ শুরু হবে পরীক্ষা। যা চলবে বিকেল ৪টে ১৫ মিনিট পর্যন্ত। সমস্ত পরীক্ষার সময় সীমা এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট রাখা হলেও এই নিয়ম ভিস্যুয়াল আর্টস, মিউজিক বা সংগীত ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এগুলির ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা সময় পাবেন ৪৫ মিনিট। অর্থাৎ দুপুর ৩টেয় শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ হবে ৩টে ৪৫ মিনিটে।

দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু আগামী বছরের ৩ মার্চ থেকে। শেষ ১৮ মার্চ। দ্বিতীয় সেমিস্টারের প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা হবে দুঘণ্টা ধরে।

পরীক্ষার সময়সূচি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া শুরু করছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

সংসদ আরও জানিয়েছে, প্রথম সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে নিতে পারবে স্কুল। সেখানে পরীক্ষার সময় সীমায় কোনও পরিবর্তন হবে না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা সূচিতে প্রয়োজনে বদলানো হতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

ভরাট পুকুর খননের নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেনিন নগরে ১৯ কাঠা আয়তনের পুকুরের প্রায় অর্ধেকাংশ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এমনকি ভরাট হয়ে যাওয়া অংশের একপাশে ঘরবাড়িও নির্মাণ করা হয়েছে। বুধবার বেলায় পুকুরের ভরাট হয়ে যাওয়া জায়গা পরিদর্শন করেন ব্যারাকপুর-১ ব্লকের বিএল এন্ড এলআরও দীপঙ্কর রায়। ঘটনাস্থলেই ভরাট অংশ খনন করে পুকুরটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। সাত দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশও দেন তিনি। অপরদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর রবি সাহা বলেন, '২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পুকুর ভরাটের কাজ চলেছে। জমি মাফিয়ারা ওই পুকুরের ৩৫ শতাংশ ভরাট করে ফেলেছে।' ২০১৭ সাল থেকে তারা পুকুর বাঁচানোর লড়াই করছেন। জমি মাফিয়াদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করলেন স্থানীয় কাউন্সিলর।

ভোটারদের হুমকির অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিকতলা উপনির্বাচনে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের বিরুদ্ধে। ভোট দিতে গেলে গুলি করার হুমকি দেওয়া হয় বলে বুধবার দাবি করেন মানিকতলা কেন্দ্রের ভোটারদের একাংশ।

সূত্রে খবর, কলকাতা পৌরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকতলা বাস ডিপোর ভেতরে ১৬৭ মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩৪ নম্বর বুথে ঘটে ওই ঘটনা। অভিযোগ শুনে এলাকায় যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডে। ভোটারদের থেকে তিনি অভিযোগ শুনে নির্বাচন কমিশনে জানাবেন বলে জানান। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কোথাও কোথাও বেশি সক্রিয়। প্রিসাইডিং অফিসারের কাজ নিজেরা উপযাজক হয়ে করছে বাহিনীর জওয়ানরা।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'শুধু বুথের ভেতরেই নয়, আগামী নির্বাচন থেকে যাতে বুথের ভেতরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে, কমিশনকে আমরা সেটা জানাব। বুথের ভেতর যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে তাহলে ভোটের সব হিসেব পাল্টে যাবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচন যেটা ২০২৫ হবে তাতে যাতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কিছু রাজ্যে বুথের ভেতর কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে সেই দাবি জানাবো আমরা।'

এদিকে, বাগদার বিজেপি প্রার্থীর আক্রান্তের ঘটনায় অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। অবিলম্বে ফোর্স পাঠানোর নির্দেশ কমিশনের। ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের থেকে রিপোর্ট চাইল কমিশন। অবিলম্বে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ কমিশনের ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারকে। প্রয়োজনে আরও নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ কমিশনের।

আড়িয়াদহে 'তালিবানি শাসন'কাণ্ডে ধৃত ৬ জনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চোর সন্দেহে আড়িয়াদহের তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে একজনকে তালিবানি কায়দায় শাসনের ভিডিও ভাইরাল ঘিরে এখন তোলপাড় রাজ্য। হাড়হিম করা সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ স্বঃতোপ্রণোদিত মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনায় জড়িত ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ধৃতদের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ছয় দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া জানান, তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে একজনকে মারধরের ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ছয় জনের মধ্যে তিন জনকে মা-ছেলে মারধরের ঘটনায় আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধৃতা হল, সৈকত মান্না ওরফে জংঘা, সুদীপ সাহা ওরফে গুড্ডু ও জয়ন্ত সিং। বাকি তিন জন অভিষেক বর্মন ওরফে ছোট্টু, সুভাষ বেরা ও সুমন দে। ওই ঘটনায় আরও কারা জড়িত, তা জানার জন্য ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এদিন পুলিশ কমিশনার দাবি করেন, ২০২১ সালের মার্চ মাসে আড়িয়াদহ কেদার নাথ সিংহ রোডের বাসিন্দা রাহুল গুপ্তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা থানায় জানানো হয়নি। চোর সন্দেহে একজন তরুণ এবং কোলে বাচ্চা নিয়ে এক তরুণীকে পাকড়াও করে তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবে আনা হয়েছিল। সেখানে একজনকে মারধর করা হয়। ঘটনায় আক্রান্তদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। সংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, 'একজনের অস্ত্র হাতে ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে যার হাতে অস্ত্র দেখা গিয়েছে তার নাম তন্ময় ধর ওরফে বাপ্পা। ওর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

বিষধর সর্প উদ্ধার করে নজর কাড়লেন শ্যামনগর উত্তর হাঁসিয়ার শ্রাবণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিরল প্রজাতির জীবজন্তু কিংবা বন্যপ্রাণী উদ্ধারের ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষদের চোখে পড়ে। কিন্তু বিষধর সর্প উদ্ধারের ক্ষেত্রে এবার সাহসিকতার পরিচয় দিলেন এক নারী। বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর উত্তর হাঁসিয়ার বাসিন্দা শ্রাবণী বোগি। ২৫ বছর বয়সী এই তরুণী নিজের জীবন বাজি রেখে এক বিষধর সর্পকে উদ্ধার করে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিলেন। বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চারাবাগান এলাকায় বিষধর কেউটে সাপ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এলাকার বাসিন্দারা কেউটে সাপ দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শ্যামনগর উদ্ধারকারি টিমের নবাগতা সদস্যা শ্রাবণী নিজের জীবন বাজি রেখে সেখানে ছুটে যান। বিষধর সাপটিকে উদ্ধার করে তিনি জঙ্গলে ছেড়ে দেন। শ্রাবনীর সাহসিকতার তারিফ করেন কাউগাছির চারাবাগান এলাকার বাসিন্দারা। শ্রাবণী বোগি জানান, অবলা জীবজন্তু কিংবা বন্যপ্রাণী সংরক্ষনে তিনি কাজ চালিয়ে যেতে চান। কোথাও বিরল প্রজাতির পাখি

কিংবা বন্যপ্রাণী অসুস্থের খবর পেলেই তিনি ছুটে যাবেন সেখানে। ওদের সুস্থ করে বন দফতরের হাতে তুলে দেবেন।

স্বনামধন্য গায়িকা ঊষা উথুপের স্বামী বিয়োগের পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বললেন তিনি।

ছাত্র বিক্ষোভের জেরে স্থগিত যাদবপুরের পিএইচডি'র ভর্তি প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র বিক্ষোভের জেরে আপাতত স্থগিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়া। ভর্তি তালিকা স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। এইদিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পিএইচডি ভর্তির একটি মেধাতালিকা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তালিকা প্রকাশ হতেই উত্তপ্ত হয় ওঠে পরিস্থিতি। তালিকায় বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন পড়ুয়াদের একাংশ। উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে ঘিরে চলতে থাকে বিক্ষোভ। পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, ওই তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন এসএফআই নেতার। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিচিত মুখ, প্রাক্তন এসএফআই নেতাকে নিয়ম বিরুদ্ধভাবে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র সংগঠনের তরফে অরবিন্দ ভবনে উপাচার্যকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকে থাকেন উপাচার্য।

অভিযোগ, ২০২৩ এবং ২০২৪ এই দু'বছরেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অর্থাৎ ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস-এ পিএইচডি ভর্তি তালিকায় ওই প্রাক্তন এসএফআই নেতার নাম দেখা যায়। তাঁর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। দাবি করা হয়, শুধুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেই পিএইচডির সুযোগ পেয়েছেন ওই ব্যক্তি। এরপর নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, উপাচার্যের নির্দেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পিএইচডি ভর্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হল। মনে করা হচ্ছে, নতুন করে ওই তালিকা প্রকাশ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই বাজারে হানা টাস্ক ফোর্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবজি কিনতে মাথায় হাত সাধারণ মধ্যবিত্তের। কার্যত নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবান্নের বৈঠক থেকে জানান, ১০ দিনের মধ্যে আনাজপাতির দাম কমাতে হবে। এরপরেই বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতায় বাজার পরিদর্শনে নামে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধি দলকে হানা দিতে দেখা যায় কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা বাজার থেকে শুরু করে গড়িয়াহাট, লেক মার্কেটে। এরপর একধাক্কায় সবজি প্রতি দর ২০-৩০ টাকা পর্যন্ত কমেও যায়।

আকাশছোঁয়া সবজির দাম নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার মঙ্গলবার নবান্নে তিনি বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। কালোবাজারি নিয়ে সতর্ক করেন মুনাফাখোরদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টাস্ক ফোর্সের ভূমিকায় আমি হতাশ।' ব্যবসায়ীদের ধমক দিয়ে মমতা বলেন,

'আর কত মুনাফা করবেন, মুনাফা করার মধ্যেও তো একটা লিমিট থাকবে। মুনাফা করুন কিন্তু বেশি মুনাফার কথা ভাববেন না, এবার রাশ টানতে হবে।' ১০ দিনের মধ্যে সবজির দাম কমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। টাস্ক ফোর্সের সদস্য এবং কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সদস্যরা কাঁকুড়গাছির ভিআইপি বাজার ঘুরে দেখেন। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে সমস্ত সবজির দাম খোঁজখবর করেন। টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিদল হানা দিল কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা বাজার থেকে শুরু করে গড়িয়াহাট, লেক মার্কেটে। পাশাপাশি বুধবার সকালে আসানসোলের একাধিক বাজার পরিদর্শন করলেন আসানসোল সদরের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। ক্রেতা, বিক্রেতাদের সঙ্গেও টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা কথা বলেন। হোলসেল বাজারের চেয়ে পাইকারি বাজারে বিভিন্ন সবজির দাম বেশি। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। সূত্রে খবর, আগামী দিনে আরও বেশ কিছু জায়গায়, বাজার পরিদর্শন হবে। এ কথা মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার যদুবাবুর বাজার, শিয়ালদা কোলে মার্কেট, মানিকতলা বাজারে টাস্ক ফোর্স পৌঁছে যেতে পারে আগামী দিনে।

জমা জল নিষ্কাশন নিয়ে রাজ্যকে সাহায্যের আশ্বাস রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার জমা জল সরানো নিয়ে রাজ্যকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত রেল। রেলের তরফ থেকে রাজ্যকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, নিকাশি নালা থেকে ঝিল সংস্কার, কোনও কাজেই তারা আপত্তি জানাবে না। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার সঙ্গে বৈঠকে সেকথা জানিয়ে দিলেন রেল-কর্তারা। সংস্কারের অভাবে হাওড়ার দু'টি নিকাশি খাল রানিঝিল এবং সাঁতরাগাছি ঝিল জল টেনে বের করতে পারছে না। রাজ্যের অভিযোগ ছিল, রেলের সহযোগিতার অভাবেই সংস্কারের কাজ এগোয়নি। যে কারণে অল্প বৃষ্টিতেও জলমগ্ন হয়ে পড়ে হাওড়া। যা নিয়ে সোমবার ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রেলের এলাকায় জল জমে থাকে। তা পরিষ্কার হয় না। আর সেই জমা জলে ডেঙ্গুর মশা জন্মায়। তাই মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন রাজ্য প্রশাসনকে।

সূত্রে খবর, এই সংস্কারের ঘটনায় পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়, যেখানে জল জমে বা নিকাশি সংস্কার হয়নি, পলি জমে রয়েছে, সেই সব জায়গা সংস্কার করতে রাজ্যকে সবরকমভাবে তারা সাহায্য করতে প্রস্তুত। এতদিন পুরকর্তাদের অভিযোগ ছিল, জল ফেলার ব্যাপারে রেলের তরফে তাঁদের কাছে কোনও চিঠি বা বার্তা দেওয়া হয় না। উলটে পুরকর্মীরা রেললাইনের কাছে কাজ করতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। অভিযোগ এর আগে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি-শালিমার টার্মিনালের লাইন সম্প্রসারণের জন্য রেলের নয়ানজুলি মাটি ফেলে বোজানো হয়েছে। পুরসভার অভিযোগ, ইতিমধ্যেই নয়ানজুলির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বুজে তো গিয়েছেই। পাশাপাশি, সাঁতরাগাছি সেতুর নিচের ঝিলটির জল বেরনোর জন্য যে দু'টি পাইপলাইন ছিল, সেগুলিও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে মাটি চাপা পড়ে। ফলে নিকাশির নোংরা জল উপচে গিয়ে ঢুকে পড়ে ৪৪, ৪৫, ৪৭ এবং ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকাগুলিতে।

এসব নানা সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নবান্নের বৈঠকে উষ্মাপ্রকাশ করেন। বৈঠক চলাকালীনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, কেন পরিস্থিতির বদল হয়নি তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'একটি পরিকল্পনা করে কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছিল। তিন বছর ধরে সেটি পড়ে রয়েছে। এমনকি, রেল কর্তৃপক্ষও তাদের এলাকায় পলি তোলার কাজ করছে না। ফলে, সমস্যা থেকে যাচ্ছে।' এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন, মঙ্গলবারই রেলের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এরপরই রেলের তরফ থেকে জানানো হয়, রাজ্যকে তারা সবদিক থেকেই সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এদিকে প্রতি বছর একটু বেশি বৃষ্টি হলেই হাওড়ার রেল ইয়ার্ডে জল জমে যায়। লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি মেল অথবা এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় এর জেরে। এই সমস্যার সমাধান এখনও অধরা। এর পাশাপাশি শহরে চলা মেট্রো প্রকল্পের কাজের কারণে সিমেন্ট-বালি জমেও শহরের নিকাশি নালা বুজে যাচ্ছে। ফলে শহরেও জল জমছে। মেট্রোকেও এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়। ডিআরএম হাওড়া সঞ্জীব কুমার জানান, 'আমরা রাজ্যকে জানিয়েছি রানিঝিল সংস্কারের কাজ তাঁরা করতে পারে। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

গরম-আর্দ্রতা ভোগাচ্ছে কলকাতাবাসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় গত সপ্তাহ থেকেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হলেও ভ্যাপসা গরম যেন কিছুতেই কাটছে না। ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগলেও, বেলা গড়ালেই সেই গুমোট গরম। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বাতাসে এই মুহূর্তে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশি থাকায় চলতি সপ্তাহেও দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বজায় থাকবে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা সপ্তাহের মাঝে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে বুধবার থেকেই অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয় এবং সিকিমে প্রবল বর্ষণের সতর্কতা জারি রয়েছে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই।

সম্পাদকীয়

বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও মানবিকতার বিকাশ প্রত্যেকের কর্তব্য

একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম করতে পারেন যেটি ৭৫ বছরে ১০৬ বার সংশোধন করা হয়েছে? পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সংশোধন করা যায় কি? প্রধানমন্ত্রীর রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতে দেশের চার প্রধান ধর্মগুরুই তো সায় দেননি। দেবতায় প্রাণ সঞ্চারেই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, আর পুস্তকে দেবত্ব আরোপ করে 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ' বানিয়ে ফেলবেন? ভারতীয়রা ধর্মপ্রবণ, তাই গণতন্ত্রও তাদের কাছে একটি ধর্ম। বলেছেন, ধর্মের অর্থ ধারণ করা। 'ধর্ম সমাজকে ধারণ করে আছে'; এ তত্ত্বের উৎস কোথায়? এটি কোন মার্গের ধারণা? 'ধারণ' শব্দের অর্থ কী? হস্তে বা অঙ্গে গ্রহণ, বা পরিধান। যেমন গর্ভে সন্তান ধারণ, অঙ্গে বস্ত্র গ্রহণ বা ধারণ করা। জলের পাত্র যেমন জল ধারণ করে, পৃথিবীর জল, বাতাস, মাটি, গাছপালা হল আমাদের পরিবেশ যা সমস্ত জীবকুলকে ধারণ করে আছে। মানুষ পশুপালন ও চাষবাস শুরু করেছে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। তার আগে তো প্রস্তর যুগে পাথরের অস্ত্র বানিয়ে শিকারি জীবন। তখন ধর্মের কোনও ধারণার কথা জানা যায়নি। তখন থেকেই মনুষ্যত্ব অর্জনের নিরলস পরিশ্রমের ইতিহাস। মানুষের এই আদি ইতিহাসকে 'ধর্ম মানব সমাজকে ধারণ করে' এমন এক ভুল ধারণার আড়ালে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম একটি ধারণা, বিশ্বাস। ধারণা দিয়ে অস্তিত্ব ধারণ করা যায় না। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান হল মৌলিক উপাদান, জীবনের আধার, জীবনকে ধারণ করে, ধরে রাখে। আর মানুষে-মানুষে সহযোগিতা ছাড়া শিকার থেকে কৃষি, কোনওটাই সম্ভব ছিল না। সহযোগিতা ও পরিশ্রমের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করে বেঁচে আছে। এর মধ্যে ধর্মের ধারণের ইতিহাস নেই। ভারতীয় সংবিধান ধর্ম পালনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে চিহ্নিত করলেও কর্মের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সংবিধান নির্দেশমূলক নীতিতে উল্লেখ করেছে। তার ফলে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়েছে মৌলিক চাহিদা। ভারতে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন হলেও বহু শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, বহু মানুষ অনাহারে বা এক বেলা খেয়ে দিন কাটায়, খোলা আকাশের নীচে বাস করে। বহুমতের সহাবস্থানে সমাজকে ধারণ করার ধর্ম এ দেশের কয়েক সহস্র বছরের ঐতিহ্য। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞান বলে মানবের ইতিহাস লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। ঐতিহ্যের দাসত্ব বহন করাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমাদের সংবিধানের ৫১(ক) ধারায় বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও মানবিকতার বিকাশ প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

আনন্দকথা

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৮১ মাঘোৎসবের সময় জানুয়ারি মাসে কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিত দক্ষিণেশ্বরে যান। তখন রাম, মনোমোহন, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

১৮০৩ শক, ১লা শ্রাবণ (কৃষ্ণা চতুর্থী, ১২৮৮), শুক্রবার, ১৫ই জুলাই, ১৮৮১, কেশব আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্টীমারে তুলিয়া লন।

১৮৮১ নভেম্বর মাস মনোমোহনের বাটীতে যখন ঠাকুর শুভাগমন করেন ও উৎসব হয়, তখনও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি গান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

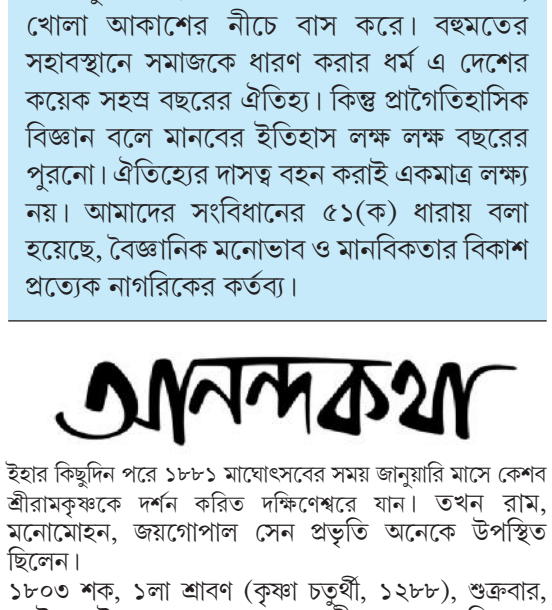

সুরেশ প্রভু

১৯৪২ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ বাসুদেব আচার্যর জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুরেশ প্রভুর জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুমার গৌরবের জন্মদিন।*

ন্যায় সংহিতা কেন প্রয়োজন

প্রদীপ মারিক

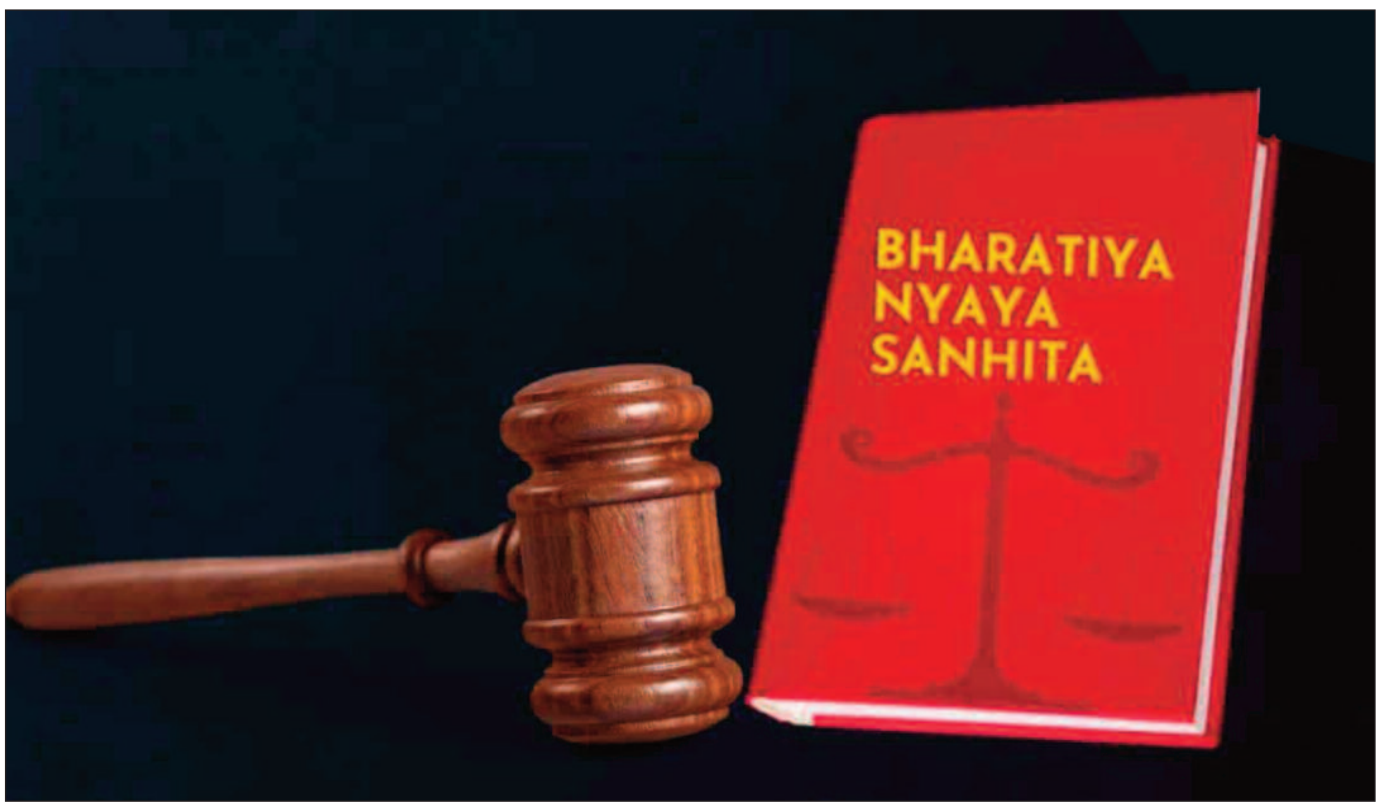

বিতর্ক সঙ্গে নিয়েই পহেলা জুলাই থেকে ভারতে বলবৎ হলো 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-সহ তিনটি নতুন অপরাধমূলক আইন। বিরোধীদের তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই তিন আইন কার্যকর করছে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসা নরেন্দ্র মোদির সরকার। ব্রিটিশ সময়কাল থেকে শুরু হওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসির) প্রতিস্থাপন করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রবর্তিত হ'ল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। গত বছর ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছিল এই আইন সংক্রান্ত বিল। সেই সময় বিরোধীদের পাশাপাশি আইনজ্ঞরাও বলেছিলেন, যে আইন দেশের বিচার ব্যবস্থাকে বদলে দেবে। যদিও মোদী সরকারের দাবি- নতুন আইনে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা, নারী ও শিশু সুরক্ষা, ন্যায় বিচার পাওয়া, সংস্কারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও। ব্রিটিশ সরকারের তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি বা আইপিসির বদলে চালু হলো দেশের অপরাধ সংক্রান্ত আইন। সেই সঙ্গে ফৌজদারি কার্যবিধি বা সিআরপিসির বদলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম চালু হয়েছে সারা দেশে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিকার ২০২৩ যথাক্রমে ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধির কোড এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। এই তিনটি ফৌজদারি আইন কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে ১ জুলাই সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিটি থানার অফিসার ইনচার্জরা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায় সংহিতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেন। নতুন ফৌজদারি আইনের জন্য দেশব্যাপী আরো কর্মশালার প্রয়োজন। নতুন আইনের প্রধান ফোকাস হল জিরো এফআইআর, অনলাইনে এফআইআর দায়ের, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সমন এবং সমস্ত জঘন্য অপরাধ স্থলের বাধ্যতামূলক ভিডিয়োগ্রাফি। নতুন আইনের অধীনে ভুক্তভোগীরা ৯০ দিনের মধ্যে তাদের মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পাবেন। এই নতুন আইনগুলি সমস্ত রাজ্য সরকারকে সাক্ষীদের সুরক্ষা এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আইনি প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য একটি সাক্ষী সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে। ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ভিকটিম, সাক্ষী এবং অভিযুক্তদের সুবিধা দেবে এবং সমগ্র আইনি প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করবে। মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী এবং এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, 'এই আইন কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করবে। পুলিশের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ফলে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে।' তবে নয়া আইন অনুযায়ী, 'বৃহত্তর স্বার্থে' কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ। একই সঙ্গে পুলিশকে কোনো অপরাধের তদন্তের স্বার্থে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেটি কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির এবং আইনজ্ঞরা। তাদের অভিযোগ, এতে 'আইনের অপব্যবহার' হতে পারে। নতুন আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম। এক্স হ্যান্ডেল (সাবেক টুইটার)-এ তিনি লেখেন, 'তথাকথিত নতুন আইনের ৯০-৯৯ শতাংশই কাট, কপি অ্যান্ড পেস্টের কাজ। যে কাজ বিদ্যমান তিনটে আইনে কয়েকটা সংশোধনী এনে করা যেত, তা পরিণত হয়েছে অপচয়মূলক অনুশীলনে।' তিনি আরো বলেন, 'হ্যাঁ, নতুন আইনে কিছু উন্নতি হয়েছে এবং আমরা সেগুলিকে স্বাগত জানিয়েছি। তবে তা সংশোধনী হিসেবে পেশ করা যেত।' পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে মারধর বা অত্যাচার নিয়ে বিচারক ডিকে বাসুর যে নির্দেশ রয়েছে তা যেন ন্যায় সংহিতায় ন্যায় পায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধী দলকে মান্যতা দিয়েই বললেন, 'স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা স্বদেশী হয়েছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ন্যায় সংহিতা। যখন নতুন এই নিয়ম কার্যকর হল, সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে গেল ঔনিবেশিক আইন।' তিনি আরো বলেন, দণ্ড নয় বরং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে নয়া আইন। এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে বিচার ব্যবস্থা আরও দ্রুত হবে। অমিত শাহ স্পষ্ট করেছেন যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এর পূর্বের আইপিসির মতো সর্বোচ্চ ১৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের বিধান রয়েছে এবং রিমান্ডের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এমন বিভ্রান্তি দূর করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে গণপ্রহারের ধারা যুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রহার এক সামাজিক ব্যাধি। গোটা দেশেই গণপ্রহার বা পিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা সমানে আসে। সাম্প্রতিককালে বাংলায় একের পর এক গণপ্রহারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। কলকাতা, সল্টলেকের পড়ে ঝাড়গ্রামে গণপ্রহারে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও ভিড়ের হিংসা অনেক ক্ষেত্রেই ছাড় পেয়ে যায়, সব সময় অপরাধীদের শাস্তি হয় না বলে অভিযোগ। তাছাড়া গণপ্রহারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনও ছিল না। এত দিন গণপ্রহারের জেরে মৃত্যু হলে খুন বা খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করত পুলিশ। তবে নতুন আইনে গণপ্রহারকে আলাদা ধারায় চিহ্নিত করা হয়েছে। গণপ্রহারের অপরাধে এবার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথাই জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, আইনে গণপ্রহার নিয়ে কোনও বিধান ছিল না। তবে নতুন আইনে গণপ্রহারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'নতুন আইনে সাজার থেকে সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায় পান, সেটাই দেখা হয়েছে।' ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, এই ন্যায় সংহিতায় প্রত্যেক মহিলাই ন্যায় এর বিচার পাবে, এবং মহিলাদের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৮৬০ সালে তৈরি 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' বা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' বা ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' বা ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের বদলে কার্যকর হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। এই তিনটি আইনই ২০২৩ সালে ডিসেম্বরেই লোকসভা, রাজ্যসভায় পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মোট ৩৫৮টি ধারা রয়েছে, ভারতীয় দণ্ড বিধির থেকে যা বেশি। ন্যায় সংহিতায় ২০টি নতুন অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে এবং নতুন ফৌজদারি আইনে ৩৩টি অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরও কড়া বিধি আছে ন্যায় সংহিতায়। এবার থেকে অভিযুক্তরা জামিনের আবেদন করার জন্য সাত দিন সময় পাবেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি ছিল ব্রিটিশ ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের প্রতিরূপ। এই ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারা বর্তমান পরিস্থিতিতে অপ্রাসঙ্গিক ছিল কারণ একটি সমাজ হিসাবে আমরা প্রতিটি দিক থেকে বিকশিত হয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে একাধিক সংশোধনী চালু করে ঔপনিবেশিক যুগের ফৌজদারি আইন প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) প্রতিস্থাপন করেছে, ধারার সংখ্যা ৫১১ থেকে ৩৫৮ তে কমিয়ে এনেছে এবং ঘৃণামূলক অপরাধ এবং মব লিঞ্চিং সহ ২১ টি নতুন অপরাধ যুক্ত করেছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড (সিআরপিসি) প্রতিস্থাপন করে, একটি শিকার-কেন্দ্রিক পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি ১৫ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত বাড়ায়, অনুপস্থিতিতে বিচারের অনুমতি দেয়, জিরো এফআইআর চালু করে (যেকোনো থানায় এফআইআর করার অনুমতি দেয়), এবং ইলেকট্রনিক সমন এবং একটি সাক্ষী সুরক্ষা স্কিম অন্তর্ভুক্ত করে। ন্যায় সংহিতা গুরুতর অপরাধের জন্য ফরেনসিক তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে এবং ইলেকট্রনিক বিচারের সুবিধা প্রদান করে, যা প্রচলিত আদালতের প্রক্রিয়া থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অপরাধের জন্য স্পষ্টতা এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করে, সম্ভাব্যভাবে জননিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং ঘৃণামূলক অপরাধকে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে। ইতিমধ্যে, বিএনএসএস দ্রুত বিচার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, আরও ভাল ভিকটিম সুরক্ষা এবং আইনি প্রতিকারের সহজ অ্যাক্সেসের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিএসএ সহজে এবং আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে, আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, এবং দুর্বল সাক্ষী এবং ভিকটিমদের সুরক্ষা বাড়ায়। ১৫৮ বছর বয়সী আইপিসি-কে ব্যাপক বিএনএস ২০২৩ এর সাথে প্রতিস্থাপন করা ভারতে ফৌজদারি আইন সংস্কারের যাত্রায় একটি মাইলফলক। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এর প্রবর্তনের সাথে ভারতীয় ফৌজদারি আইনে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি, একটি আধুনিক আইনি কাঠামোর দিকে এগিয়ে যায়। ন্যায় সংহিতা শুধুমাত্র বিদ্যমান আইপিসি আইন সংশোধন করে না বরং বিভিন্ন নতুন বিধান প্রবর্তন করে যা আইনি প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করতে পারে।

যাই হোক, শুধুমাত্র এই আইনের প্রয়োগই ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সাহায্য করবে না বরং সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন এবং ক্রমাগত নজরদারি করবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনি কাঠামো এবং সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চাকরি হারানোর চেয়ে দেশ হারানোর ভয় আরও আতঙ্কের!

স্বপনকুমার মণ্ডল

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ লোকসভা শেষ হয়েছে, দেশে নতুন সরকারও কাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে সারা দেশজুড়ে নির্বাচন হলেও রাজ্যের মানুষের কাছে এবারের নির্বাচন অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রাজ্যের বিপুল দুর্নীতি থেকে অরাজকতা, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগে অচলাবস্থা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাতেই লক্ষ্যহীন অনিশ্চিয়তা প্রভৃতি বহুমুখী অস্তিত্ব-সংকটে শাসকবিরোধী মানসিকতা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই সেক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচনেই কেন্দ্রের থেকেও রাজ্যের পালাবদলের উত্তেজনা অনেকের শীতার্ত মনে উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়। সেখানে নির্বাচনে তার প্রতিফলনে শাসক-বিরোধী দলগুলির আশ্বাসের মধ্যেও সেই স্বপ্নকে আরও নিবিড় করে তোলে। যার ফলে রাজনৈতিক দলের বাইরে যারা মুক্তির প্রতীক্ষায় ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ছিল, তারা অনেকেই উল্টো ফলাফলে হতাশ হয়ে পড়ে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো দিশাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। নিরাশাগ্রস্তদের মনে একটাই প্রশ্ন, 'এবার কী হবে?' তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকে খুঁজে না পাওয়ার অনিশ্চিয়তার আতঙ্কই শুধু নয়, সেইসঙ্গে শাসকের প্রতিশোধের ভয়ও সেক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। একদিকে শাসকবিরোধী দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব-সংকটে পড়ে আত্মসমীক্ষায় ফিরে আগামী নির্বাচনের প্রত্যাশায় এগিয়ে যাবে, অন্যদিকে শাসকের প্রতিশোধস্পৃহায় উপেক্ষা আর বঞ্চনার ভয় আরও বেশি করে জেগে উঠবে,এটাই স্বাভাবিক প্রবণতা। কেননা চাকরিপ্রার্থীদের তীব্র আন্দোলনের নেপথ্যে বিরোধীদের ইন্ধন বা চক্রান্ত দেখেছিল সরকার। শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও সরকারবিরোধী দলগুলি করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে শাসক দলের কাছে তা সরকারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়ে। এজন্য নানাভাবে দীর্ঘদিনের সেই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে সরকার যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনই বিরোধী দলের চক্রান্ত বলে দেগে দেওয়াও অব্যর্থ হয়ে ওঠে। অথচ বিষয়টি সেরকম নয়। বিরোধী দলগুলো সমর্থন করলেও তা ছিল একান্তই চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন।

সেখানে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনাদেশ নিয়ে শাসকদল পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার পথটি আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেখানে বিশেষ করে যারা শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা যোগ্য চাকরি হারা হয়ে সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পথে নেমেছে, আজ তাদের সামনে অজানা আশঙ্কা, অচেনা অনিশ্চিয়তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

শাসকের শ্রীবৃদ্ধিই সেখানে শুধু আন্দোলনের অভিমুখকে শ্রীহীন করে তোলেনি, এতদিন ধরে আগলে রাখা বিশ্বাসের বাতিঘরটিই আজ অস্তিত্ব-সংকটের ফেরে পড়েছে। খবরে কাগজেও তার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে। ৪ জুন মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চ ছিল শুনশান। তার পরের দিন ১২-১৩ জন এলেও সকাল সকাল তাঁরা ফিরে যান। ৬ জুন খবরের শিরোনাম হয় 'ধর্না মঞ্চের প্রার্থীরা তাকিয়ে কোর্টের দিকে'। সেখানেই শেষ নয়। চাকরিপ্রার্থীদের করুণ পরিণতির প্রতি সংবাদমাধ্যমের সজাগ দৃষ্টি ছিল বরাবর। তাদের আন্দোলনকে প্রচারের আলোতে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের চেয়েও সংবাদমাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা বর্তমান। সেক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি সংবাদমাধ্যমের তৎপরতা ভোটের পরেও সমান সক্রিয়। ধর্নাস্থল শূন্য হয়ে যাওয়া থেকে 'অভাবে শহরের ভাড়া বাড়ি ছাড়ছেন চাকরিপ্রার্থীরা'র খবরও মেলে। সেখানে শুধু ধনের অভাবই নয়, মনের অভাবও তীব্র। ইতিমধ্যে যে বিশ্বাসকে পুঁজি করে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল, সেই বিশ্বাসের অভাবই সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। খালি পেটে স্বপ্নে শুধু খাবার আসে, আবার বিশ্বাসের অভাব হলে স্বপ্নও ছেড়ে চলে যায়। স্বপ্নহীন জীবন অচল-অসাড়। সেখানে নির্বাচনের ফলাফলে চাকরিপ্রার্থীদের মনে প্রাথমিকভাবে সেই স্বপ্নহীন জীবনের আতঙ্ক জেগে ওঠে। সরকারি ঔদাসীন্যে ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব সংকটে বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের দিশাহীন অচলাবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করেছে। লোকসভা নির্বাচনের পরে তা তীব্র সংকটের মুখোমুখি। সেখানে নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাবে ধর্না দেওয়া বা আন্দোলন করার পথটিই আজ রুদ্ধপ্রায়। কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথও আর খোলা নেই। আবার সে পথের দীর্ঘসূত্রিতাও চাকরিপ্রার্থীদের সুরাহার পথকে আরও সুদীর্ঘ করে তুলেছে। সর্বত্র তার অশনি সংকেত, হতাশার নিবিড় আয়োজন। তার মধ্যে নির্বাচনের ফলাফলেও ছিল তার ভয়ঙ্কর পরিণতির আভাস!

আয়োজন যেমনই হোক প্রয়োজনই শেষ কথা বলে। সেখানে চাকরির প্রয়োজনে রাজ্যের শাসকবিরোধী মানসিকতা তো ছিলই, আরও ছিল দুর্নীতির অরাজকতা থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি। সেখানে শাসকদলের বিপুল জয়ে সে স্বপ্ন ভেঙে যায়, জীবন দিশাহীন হয়ে পড়ে। এজন্য 'এবার কী হবে'র প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফেসবুকের চলমান ভাষ্যে তার পরিচয়ও নানাভাবে উঠে আসে। তাতেই বোঝা যায়, সংকটটা কত গভীরে। সেখানে জনৈক ছাত্র তার ভোটের ফলে উচ্ছ্বসিত কলেজের শিক্ষককে 'আমাদের এবার কী হবে স্যার' বলে সবিনয়ে উত্তরের জন্য মুখিয়ে ওঠে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেই শিক্ষক তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের করুণ অবস্থার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে চাকরি হারানোর চেয়েও দেশ হারানোর ভয় আরও আতঙ্কের বলে বুঝিয়ে দেন। সেখানে রাজ্যের চেয়েও কেন্দ্রের শাসক পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে।

স্বাভাবিক ভাবেই একজনকে দুর্বল করতে অন্য কাউকে সবল করা জরুরি। সেখানে রাজ্যের শাসক দলের বাইরেও আরও অনেক দল ছিল। সেই দলগুলোর কোনও একটির প্রতি আস্থা রাখলে কেন্দ্র বা রাজ্যের দুটি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারত। অথচ ক্ষমতার অঙ্ক অত সহজ পথে চলে না। সেখানে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র অত্যন্ত জরুরি। স্বরচিত যুক্তির ফাঁকেও থেকে যার অস্তিত্বের স্বার্থপরতা, স্বরচিত অঙ্কের হিসেবনিকেশ। ক্ষমতার ভরকেন্দ্রকে সুনিশ্চিত করতে গিয়ে চাকরি প্রার্থীদের জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের অঙ্ক মিলে গেলেও চাকরিপ্রার্থীদের জীবনের অঙ্ক মেলানো যায় না! নির্বাচনের ফলাফলেরও শিকার আজ রাজ্যের অগণিত চাকরিপ্রার্থীরা, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের পুলিশকে বোকা বানিয়ে পালাল দক্ষিণবঙ্গের কুখ্যাত চোর বাসুদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ফের পুলিশকে বোকা বানিয়ে চম্পট দিল চোর।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারাসত আদালত থেকে বর্ধমান জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কুখ্যাত চোর বাসুদেব মণ্ডলকে। পথে জাতীয় সড়কে পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ের আমড়া এলাকায় শৌচকর্ম করতে যাওয়ার অছিলায় পুলিশকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যায় কুখ্যাত চোর। চুরির মামলায় বাগুইহাটি থানার পুলিশ ওইদিন বাসুদেবকে বারাসত আদালতে পেশ করেছিল। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন থানার পুলিশের ঘুম কেড়ে নেওয়া চোর বাসুদেব ফের পুলিশের কবল থেকে পগার পাড় হতেই পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মান বাঁচাতে পুলিশ হন্যে হয়ে বাসুদেবের খোঁজ শুরু করেছে। যদিও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ ধুরন্ধর চোর বাসুদেবের নাগাল পায়নি বলে জানা গিয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ জানিয়েছেন, চুরির মামলায় বাসুদেব মণ্ডলকে সকালে বাগুইহাটি থানার পুলিশ নেয় জেলা সংশোধনাগার থেকে। বারাসত আদালতে পেশের পর বিকেলে তাকে ফের বর্ধমান জেলে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাসুদেব মণ্ডল বাথরুম যাওয়ার নাম করে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে খুঁজছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুলিশের খাতায় চুরির ঘটনায় তার নাম রয়েছে। প্রেয়সীদের বাসনা পূরণে অর্থের জোগাড়ে চুরির রাস্তা ধরে। ছিচকে চুরি নয় রীতিমতো যেখানে চুরি করত সেখানকার সব কিছু সাফ করে নিয়ে যেত। এমনকি চুরির আগে সেই এলাকায় কখনও সবজি বিক্রেতা কখনও ভাঙাচোরা সংগ্রহে রেইকি করত। সময় বুঝে সব কিছু সাফ করে নিয়ে চম্পট দিত।

বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন ডান্স বারেও তার যাতায়াত ছিল। বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ চুরির তদন্তে নেমে হুগলি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে চুরি হওয়া বহু সামগ্রী উদ্ধার করেছে। এর পরেই জামালপুর থানায় পুলিশ তাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে চুরি হওয়া বহু সামগ্রী উদ্ধার করে।

অণ্ডালে জমি নিয়ে বিরোধ, গ্রামবাসীদের ক্ষোভে তপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার সকালের জমি বিরোধের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তামলা গ্রাম। গ্রামবাসীদের একাংশ সামিল হয় বিক্ষোভে। অভিযোগ, জমির ডেভেলপার একটি বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের পক্ষে আশরাফ আলি, সূর্য বাউরিরা দাবি করেন, ২০২১ সালে ৯৯ নামে একটি সংস্থা এলাকার জমি কেনার জন্য গ্রামবাসীদের কমিটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। পরে ওই সংস্থা সেই জমি তুলে দেয় মাউন্টেন ডেভেলপার সিটি নামে একটি সংস্থাকে। এরপর সেই সংস্থা গ্রামের কমিটির সঙ্গে শুরু করে প্রতারণা। সংস্থার অধীনে গ্রামের ২৭ জন লেবারের কাজ করতেন। তাঁদেরকে সেই কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। কমিটির দু'- একজনকে ভাঙিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে সংস্থা কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। তাঁদের সবাইকে অন্ধকারে রেখে ডেভেলপার সংস্থা জমি কেনাবেচা করছে। মুনাফার অংশ কমিটির সদস্যদের দেওয়া হচ্ছে না। ওই সংস্থা কমিটির একজনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেল খাটান বলে অভিযোগ। ছাঁটাই কর্মীদের কাজে নিয়োগ, চুক্তিমতে গ্রামের কমিটির সদস্যদের নিয়ে কাজ করার দাবিতেই এদিনের বিক্ষোভ বলে জানান তাঁরা।

বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের পুলিশ পরামর্শ দেয় থানায় এসে অভিযোগ করার। এরপর উঠে যায় বিক্ষোভ।

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

KESORAM

রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429 ফোন : ২২৪২ ৯৪৫৪, ০৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২১৩ ৫১২১
ইমেল : corporate@kesoram.com | ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮২০.৪০	১,০১৪.৯৫	৯৫৮.৪৪	৩,৭৮৩.৫৪	৮৮৪.০৩	১,০৯৩.৯৬	১,০০৬.০৪	৪,০৩৫.৯৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(২৪.১৯)	(৬০.৭০)	(১০.৪৭)	(১৫৬.৯৭)	(৪১.৫৭)	(৬৭.১৮)	(৩৫.২৩)	(২২৪.৬১)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(২৪.১৯)	(১২৫.৫৪)	(১০.৪৭)	(২২১.৮১)	(৪১.৫৭)	(১১৬.৮০)	(৩৫.২৩)	(২৭৪.২৩)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৪৪.৬৪)	(২৫৩.১৬)	(৭.৬৮)	(৩৩১.৬৭)	(৬২.০২)	(২৪৪.৪২)	(৩২.৪৪)	(৩৮৪.০৯)
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৪৩.৯৯)	(২৫১.৯২)	(৮.০১)	(৩৩০.৮৮)	(৬১.৩৭)	(২৩৭.৬৭)	(৩২.৭৭)	(৩৭৮.৩৭)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	৬.৫৯	-	-	-	(২১৫.৯৪)
৮	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
৯	নিট মূল্য	২৭০.২০	৩১৫.১৯	৬৩৭.০৬	৩১৪.১৯	(১১.২২)	৫০.১৫	৩৯৫.৭৫	৫০.১৫
১০	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹১০/-টাকা মূল্যের)								
	১. মৌলিক (₹)	(১.৪৪)	(৮.১৫)	(০.২৫)	(১০.৬৮)	(২.০০)	(৭.৮৭)	(১.০৪)	(১২.৩৬)
	২. মিশ্রিত (₹)	(১.৪৪)	(৮.১৫)	(০.২৫)	(১০.৬৮)	(২.০০)	(৭.৮৭)	(১.০৪)	(১২.৩৬)

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট তৎসহ সেবি এলওআরডি -র রেগুলেশন ৫২(৪) অধীন প্রকাশগুলি স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com-তে পাওয়া যাবে। ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ সমাপ্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত ঋণপত্রের তালিকাচ্যুতি সম্পন্ন হয়েছে, তাই রেগুলেশন ৫২(৪) -এর অধীনে প্রয়োজনীয় প্রকাশগুলি প্রকাশিত ফলাফলের সাথে সরবরাহ করা হয়নি।

(খ) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং প্রাসঙ্গিক আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

(গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
পি. রাধাকৃষ্ণণ
হোল-টাইম ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ জুলাই, ২০২৪

হুগলিতে শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে, গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। বুধবার ঘাট পরিদর্শন করেন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। শ্রাবণ মাসে লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয় তারকেশ্বরে। বৈদ্যবাটী নিমাই তীর্থঘাট থেকে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে বহু ভক্ত তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কমবেশি ৩০ কিলোমিটার রাস্তায় হাঁটেন ভক্তরা। শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সোমবার লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয় তারকেশ্বর মন্দিরে। আগামী ১৭ তারিখ থেকে শুরু শ্রাবণী মেলা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি সপ্তাহে লাখ লাখ মানুষ বৈদ্যবাটী থেকে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের দিকে রওনা দেবেন।

মেলার আগে শেওড়াফুলি এবং বৈদ্যবাটির একাধিক ঘাট ঘুরে দেখেন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার, শ্রীরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, শেওড়াফুলি জিআরপি-র ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক ,পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক, দমকল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ও চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুইন। ঘাটের দু'ধারে শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য ঘাটে মোতায়ন রাখা হবে পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি ঘাটগুলিতে থাকছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। করা হবে ব্যারিকেডও। টোটোয় চেপে সেই যাবতীয় উদ্যোগ খ তিয়ে দেখেন মহকুমা শাসক। শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক জানান, আগামী ১৭ তারিখ থেকে শ্রাবণী মেলা শুরু হচ্ছে। যে সমস্ত ভক্তরা শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবেন তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা ও সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত বিভাগগুলি সক্রিয়। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থাও থাকছে। চাঁপদানির তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুইন বলেন, 'শ্রাবণী মেলার বাকি আর এক সপ্তাহ। প্রায় ১৫ থেকে ১৬ লাখ পুণ্যার্থী বিভিন্ন ঘাট থেকে জল নিয়ে তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁদের যাত্রাপথে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড করে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা গঙ্গা থেকে জল তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আয়োজন সুষ্ঠু ভাবে হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখ ার জন্য এই পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

৫ লালা লাজপত রায় সরণি, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০২০

লকার ভেঙ্গে খোলার নোটিশ

যেহেতু ইউকো ব্যাঙ্ক সেফ ডিপোজিট ভল্ট (লকার) সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীকে ভাড়া দিয়েছে যা নীচের টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে। লকার ভাড়াকারীরা ভাড়া পরিশোধ করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে ভাড়া বকেয়া আছে। ব্যাঙ্ক ভাড়া পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীকে তিনটি নোটিশ জারি করেছে কিন্তু এখনও ভাড়া জমা করা হয়নি।

ক্র. নং.	এসওএল সহ শাখার নাম	লকার নং	লকার ভাড়াকারীর নাম	বকেয়া পরিমান ₹-তে	যখন থেকে বকেয়া
১.	চেতলা (০৯০৬)	এএ০০৭	মিস জয়িতা রায় এবং মিস অঞ্জলি নাগ	৪,৮০৯/- টাকা	২৬ ০১.২০২১
২.	চেতলা (০৯০৬)	এএ১০৩	শ্রী দেবাশীষ ঘোষ	১৩,৯৭৭/- টাকা	২৬.১২.২০১৭
৩.	চেতলা (০৯০৬)	এএ১০৮	মিস জয়িতা রায়	৫,৩১৩/- টাকা	১৪.০৭.২০২০
৪.	চেতলা (০৯০৬)	এসি০১২	মিস সোমা মজুমদার	৩৮,৯১১/- টাকা	২৮.০৩.২০১৮
৫.	চেতলা (০৯০৬)	এএফ১১৪	মিস রাজশ্রী মুকলানিয়া	২২,০২৫/- টাকা	২০.০২.২০২০
৬.	চেতলা (০৯০৬)	বিএ০০৭	মিস লীলাবতী দাস	৬,১৬৩/- টাকা	০৮.১২.২০১৯
৭.	চেতলা (০৯০৬)	বিএ০৪৪	শ্রী পার্থ সেন শর্মা ও মিস তমালী সেন শর্মা	১৫,৩১৭/- টাকা	১৩.১২.২০১৭
৮.	চেতলা (০৯০৬)	সিএ০৭২	মিস মালা ঘোষ	১৪,১৩৫/- টাকা	১৫.১২.২০১৭
৯.	ক্যানিং স্ট্রিট (১৩৩৯)	এএ০২৪	শ্রী প্রবীর চ্যাটার্জি এবং মিস মালা চ্যাটার্জি	১৪,৫৬৭/- টাকা	৩০.০৪.২০২৩
১০.	ক্যানিং স্ট্রিট (১৩৩৯)	বিএ১০৬	শ্রী হীরালাল ধরেওয়া এবং মিস কিরণ দেবী ধরেওয়া	৩৫,১০১/- টাকা	৩০.০৪.২০২৩
১১.	ক্যানিং স্ট্রিট (১৩৩৯)	এএ০২৫	শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়াল এবং মিস মধু আগরওয়াল	১৯,০৮৮/- টাকা	৩০.০৪.২০২৩
১২.	ক্যানিং স্ট্রিট (১৩৩৯)	বিএফ০৮৯	মিস রুকমণি রায়	৩৫,২৯৩/- টাকা	৩০.০৪.২০২৩
১৩.	টালিগঞ্জ (০৯৫৭)	বিএ০৪৪	মিস রমলা চৌধুরী ও শ্রী অমিয় চক্রবর্তী	১৬,২৪২/- টাকা	২৫.০৮.২০১৭
১৪.	টালিগঞ্জ (০৯৫৭)	ডিএ০২৪	শ্রী সুনীল কুমার পাঞ্জা ও মিস মালতি পাঞ্জা	১৫,৯৩৯/- টাকা	০২.১১.২০১৭
১৫.	টালিগঞ্জ (০৯৫৭)	ডিএ০৬৬	শ্রী সুবীর কুমার সীল ও মিস স্নিগ্ধা সীল	১৬,১৯৮/- টাকা	০২.০৯.২০১৭
১৬.	টালিগঞ্জ (০৯৫৭)	ডিএ০৮৩	শ্রী ইন্দ্রজিৎ দত্ত, শ্রী অভিজিৎ দত্ত এবং মিস ইন্দিরা দত্ত	১৭,৫৩৩/- টাকা	১২.১০.২০১৬

লকার ভাড়াকারীদের এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে যদি উপরে উল্লিখিত লকারের ভাড়া ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক না পায়, তাহলে ভাড়ার দলিলের ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীর ঝুঁকি এবং খরচে লকারটি ভেঙ্গে খুলে দেওয়া হবে এবং লকারের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করে ব্যাঙ্ক তার পাওনা আদায় করবে, ব্যাঙ্কের বকেয়া সন্তুষ্ট হওয়ার পরে যে কোনও পরিমাণ এবং/অথবা লকারের যে সমস্ত বিষয়বস্তু অবশিষ্ট থাকবে তা সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীর, ঝুঁকিতে দায়িত্ব এবং খরচে । যদি, এই ধরনের বিক্রয়ের আয় ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার ভাড়াকারী ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে।

তারিখ: ১১.০৭.২০২৪ জোনাল অফিস
স্থান: কলকাতা কলকাতা

পূর্বস্থলীতে জমেছে আমের আঁটির পাইকারি বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্বস্থলীতে জমে উঠেছে আমের আঁটির পাইকারি বাজার। এক টিন ভর্তি আমের আঁটির দাম ১৫০ টাকা।

আমের মরশুম শেষ হতেই জমে উঠছে আমের পাইকারি বাজার। চলতি সপ্তাহে ১ টিন বোঝাই আঁটির দাম উঠেছে ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা। ব্যান্ডেল কাটোয়া রেলপথে পূর্বস্থলী স্টেশনের পশ্চিম দিকে এই পাইকেরি বাজারকে ঘিরে ৪০০ মানুষের জীবিকা। দুপুর হলেই তারা রেল ও সড়ক পথে বস্তাবন্দি আমের আঁটি নিয়ে আসেন এই পাইকারি বাজারে। এবছর স্থানীয় এলাকায় আমের ফলন কম হওয়ার কারণে সংগ্রহকারীদের ছুটতে হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ কিমি দূরে। তবে, আমের ফলন কমলেও এবছর চাহিদার পাশাপাশি দাম বেড়েছে আমের আঁটির। এমনটাই জানিয়েছেন পূর্বস্থলীর আড়তদার-রা। পরে এই আমের আঁটি ট্রাক বোঝাই করে চলে যাচ্ছে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খ ণ্ডে। মূলত বড় বড় নার্সারি মালিকরাই এই আমের আঁটির ক্রেতা। তাঁরা আঁটি থেকে গাছ গজানোর পর চারা-কলম তৈরি করেন। যদিও এই ব্যবসা দু' থেকে আড়াই মাস।

স্থানীয় আড়তদার বাবলু মণ্ডল জানান, আগে আমের আঁটির এত চাহিদা ছিল না। নার্সারি মালিকদের কাছে এর চাহিদা থাকলে, তাঁরা সংগ্রহ করতে পারতেন না। তাঁরা বিভিন্ন জেলার নার্সারি ঘুরে এর চাহিদার কথা জানতে পারেন। ওই মালিকরাই বলেছিলেন, সংগ্রহ করে আনতে। অগ্রিম টাকাও দিতে চান তাঁরা। ওঁদের চাহিদা অনুভব করে তাঁরা এই ব্যবসা শুরু করে।

এক বাগান মালিক জানান, বৃহত্তর পূর্বস্থলী জুড়ে প্রায় হাজার খানেক আমবাগান আছে। কোনওটিতে পাঁচশোটা পর্যন্ত আমগাছ আছে। পুষ্ট হওয়ার পর ঝরে পড়া, পচা বা দাগি আম বাগানের মধ্যেই পড়ে থাকে। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আঁটির স্তর জমে যায়। এইসব আঁটি সংগ্রহে বাগান মালিকরা বাধা দেন না। তাঁরাই উলটে উৎসাহ দেন। এদিন আমের আঁটি সংগ্রাহক ষাটোর্ধ্ব যমুনা রাজবংশী জানান, সকাল হলে লোকাল ট্রেন ধরে বহু দূরের স্টেশনে গিয়ে নামতে হয়। তারপর হেঁটে রাস্তার পাশে বা বাড়ির পাশে পড়ে থাকা আমের আঁটি একটা একটা করে সংগ্রহ করে আনতে হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মুইধারা দাসপাড়া এলাকায় বর্ধমান বামনিয়া রোডে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা গিয়েছে, লরির সঙ্গে বাইক আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর। উচালনের দিক থেকে ওই ব্যক্তি বাইক নিয়ে আসছিলেন। উলটো দিক থেকে আসা লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। যদিও লরিটিকে ধরতে পারা যায়নি। মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ সরেন (২৮)। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার নাগা তেঁতুল এলাকায়। ওই এলাকারই একটি রাইস মিলে কাজ করতেন তিনি। উচালন বাজারে কোনও প্রয়োজনে এসেছিলেন। তারপর বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 08.07.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স রিলাইবল প্রাইয়োরিটি সার্ভিস (এর মালিক সুব্রত কর-এর মাদ্যমে) 2. সুব্রত কর 3. শিউলি কর 4. সুপর্ণা কর	সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যার ঠিকানা: জমি পরিমাপ প্রায় 02 কাঠা, 14 ছটাক এবং 25 ব.ফু., একত্রে যার ওপের টিনের শেডের কাঠামোর পরিমাপ প্রায় 450 ব,ফু দাঁড়িয়ে আছে যার দাগ নম্বরের অংশ 171 অধীনে খতিয়ান নং 47, জে.এল. নং 44, আর.এস. নং. 274, তাউজি নং 351 মৌজা চাকদহ পুরনো টলিগঞ্জের পুলিশ স্টেশনের অধীন, তারপরে যাদবপুর এখন রিজেন্ট পার্ক জেলা 24 পরগণার অন্তর্গত (এস) বর্তমানে পরিচিত এবং নথিভুক্ত মিউনিসিপ্যাল আবাসন নং 32, তালবাগান এবং বাবুপাড়া (ট্যাক্স অনুসারে) মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 144-এর অধীনে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে সীমানা: পূর্ব — আবাসন নং.33, তালবাগান বাবুপাড়া; পশ্চিম — আবাসন নং 192, তালবাগান বাবুপাড়া; উত্তর — কেএমসি রোড; দক্ষিণ — অজিত ব্যানার্জির সম্পত্তি	H1729929 0721051833, H1729929 0721051833L, H1729930 0721124005, KOLHL20 000185	19th ডিসেম্বর 2023	টা. 4,99,829.80	টা. 77,86,634.67	টা. 49,98,298	সমস্ত কাজের দিনে পূর্ব এপয়েন্টমেন্টের সাথে	12-08-2024 সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 5:30

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **10/08/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **12/08/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **13/08/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - সঞ্জয় বিশ্বাস, সিনিয়র ম্যানেজার:- পশ্চিমবঙ্গ, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ: 9831159100 এবং সন্তোষ তিওয়ারী, যোগাযোগ: 9920490126, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098** । ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 11.07.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শ্রীবাসাঙ্গন রোড, পোস্ট- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া,
পিন-৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং -০৩৪৭২-২৪০৩৪৭
স্থাপিত-১৯২৯ (রেজিঃ নং ৪২ তারিখ-২৬.১১.১০২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং- UBD. W.B 14/2009-10

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ ঋণগ্রহীতাদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে তাদেরকে নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত এসেছে এবং এতদ্বারা এই উপায়ে তাদেরকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এর নাম/ অ্যাকাউন্ট নং.	সম্পত্তির বিশদ/ সুরক্ষিত সম্পদের ঠিকানা যা বলবৎ করা হবে	১) বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) এনপিএ এর তারিখ। ৩) বকেয়া পরিমান টাকায় (বিজ্ঞপ্তির তারিখে)
১.	**শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি** ৪৮, তমাল তলা লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ ক) **শ্রী সুকান্ত মন্ডল,** পিতা- সুকুমার মন্ডল শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক, তমাল তলা লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ খ) **শ্রী নবীন বরণ ব্যানার্জী,** পিতা-ব্রদ্রি নারায়ণ ব্যানার্জি শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এর কোষাধ্যক্ষ, দক্ষিণ পাড়া, বাবলারী, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৬ গ) **মালবিকা রায়,** স্বামী- দেবাশীষ রায় শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জি.বি. সদস্য প্রচীন মায়াপুর (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং-০৭, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২। **অ্যাকাউন্ট নং: ০১২২০০০০৫৭০১(টিএল)**	জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ১২৯.৩৫০ শতক, (বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. নবদ্বীপ থেকে আউশ থেকে ভিটিতে রুপান্তরিত হয়েছে ৯.৫৮৬ শতক এর মেমো নং- 552/conv./Nab./2015 তারিখ- ০৯/০৭/২০১৫ অনুযায়ী এবং আউশ থেকে ভিটিতে রুপান্তরিত হয়েছে ১১৯.৭৬৪ শতক এর মেমো নং- 911/conv./Nab./2016 তারিখ- ২৩/০৮/২০১৬ অনুযায়ী শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এর প্রতিনিধিত্বকারী সেক্রেটারি শ্রী সুকান্ত মন্ডল এর অনুকূলে, খতিয়ান নং- আরএস-৬০৯, এলআর ৮৮৬, হাল এল আর-৩১৬২, দাগ (প্লট) নং আরএস ও এলআর-৭৯৩, মৌজা-০৩ বাবলারী দেওয়ানগাং। দলিল নং- আই-২৩১৬৬৪০ সাল- ২০১১।	১) ২১/০৬/২০২৪ ২) ২০/০৭/২০২৩ ৩) ২৪,৬১,৪৩৬.০০ টাকা
২.	**নিমাই চন্দ্র ঘোষ** পিতা-প্রয়াত গোপাল চন্দ্র ঘোষ শ্রীবাসাঙ্গন ঘাট রোড, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।, পিন- ৭৪১৩০২ **অ্যাকাউন্ট নং: ০১০২০০০১৯৩০১(সি.সি.)**	জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ৮ শতক, শ্রী নিমাই চন্দ্র ঘোষ, পিতা- প্রয়াত গোপাল চন্দ্র ঘোষ এর অনুকূলে, খতিয়ান নং সাবেক ১০৮৯, ১০৯৩, আরএস- ৭৯৭০, এলআর- ১৭৬৭৪, ১৭৬৭৫, ১৭৬৭৬, ১৭৬৭৭, ১৩২৯৭/২, ৯৭৬/১, দাগ প্লট নং- সিএস নং- ৪৮০, আরএস-৪৮০/৮৯২৬, এলআর-৩৩৭১, মৌজা- ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং-আই-২৩৫৭ সাল- ২০০৬। শ্রেণীবিভাগ- বাড়ি ও গুদাম ঘর।	১) ২৪/০৬/২০২৪ ২) ৩০/১২/২০২১ ৩) ১৪,১৬,১২৬.০০ টাকা
৩.	**মানিক ঘোষ** পিতা-ধারানী ঘোষ উত্তর বাবলারী, দেওয়ানগাং, পোস্ট- বাবলারি, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৬ **সহ ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষ** স্বামী- মানিক ঘোষ, উত্তর বাবলরি, দেওয়ানগাং, পোস্ট- বাবলারি, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৬ **অ্যাকাউন্ট নং: ০১২২০০০৩৬৩০১ (টি.এল.)**	জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ৭.৪২৫ শতক (এলআর এবং আরওআর অনুযায়ী - ৭.৪৩ শতক), শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষ, স্বামী- মানিক ঘোষ, খতিয়ান নং- সাবেক- ১৭৮, এলআর- ১৩৫১, হাল এলআর- ৩০৮০, দাগ (প্লট) নং- ৫৬৫, মৌজা-০৩, বাবলারী দেওয়ানং, দলিল নং- আই-৭৭২ সাল- ২০০৮।	১) ২৪/০৬/২০২৪ ২) ০১/১০/২০২১ ৩) ৬,৫৯,৯৪২.০০ টাকা
৪.	**এস.এস টিম্বার কোং.** স্বত্বাধিকারী-সুকুমার শর্মা রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। * প্রয়াত সুকুমার শর্মার আইনি উত্তরাধিকারী (এস.এস টিম্বার কোং. স্বত্বাধিকারী) রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। জামিনদার- ১) শ্রী হরিদাস শর্মা, পিতা- শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। ২) শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ৩) পূর্ণিমা রানী দাস, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ৪) শ্যাম সুন্দর সাহা, পোড়ামাতলা, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, **অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০১০২০০০০৬১০১(সি.সি.)**	১) জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ৪ শতক, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। ১) সুকুমার শর্মা,রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ২) শ্রী হরিদাস শর্মা, পিতা- শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এবং শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর অনুকূলে, খতিয়ান নং সাবেক ৫(কে) আরএস- ৯০৬৯, এলআর- ১৩৮০১, দাগ (প্লট) নং ১৪০/৮১৩১, এলআর- ৮৯৯, মৌজা- ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং- আই- ১৬৭৮। ২) জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ২১/২ শতক , শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এবং শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর অনুকূলে, খতিয়ান নং. সাবেক ৫(কে) আরএস- ৯০৬৯, দাগ (প্লট) নং ১৪০/৮১৩১, মৌজা - ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং- আই- ২৬৯৬। ৩) জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ৩১/৪ শতক, শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, এবং যতীন্দ্র নাথ শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এবং শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর অনুকূলে, খতিয়ান নং সাবেক ৫(কে) আরএস- ৯০৬৯, দাগ (প্লট) নং ১৪০, মৌজা , ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং-আই- ৩৩৯৩। ৪) জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ৪ শতক, শ্রী হরিদাস শর্মা, পিতা- শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এবং এবং শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর অনুকূলে খতিয়ান নং সাবেক ৫(কে) আরএস-৯০৬৯, দাগ (প্লট) নং ১৪০/৮১৩১, মৌজা - ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং- আই- ১২৫৪। ৫) জমি ও বিল্ডিং পরিমাপ ২১/২ শতক, শ্রী সুকুমার শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এবং শ্রী সুধন্য কুমার শর্মা, পিতা- প্রয়াত বিপিন চন্দ্র শর্মা, রানীর চড়া, নবদ্বীপ, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর অনুকূলে, খতিয়ান নং সাবেক ৫(কে) আরএস-৯০৬৯, দাগ (প্লট) নং ১৪০/৮১৩১, মৌজা - ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং-আই- ১০১।	১)২৪/০৬/২০২৪ ২) ২৫/০১/১৯৯৬ ৩) ১৪,৮৯,৪৩৯.০০ টাকা

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার/আইনগত উত্তরাধিকারীদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখ: ১১.০৭.২০২৪
স্থান: নবদ্বীপ

অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
নবদ্বীপ, নদীয়া -এর পক্ষে

বিক্ষিপ্ত অশান্তি নিয়ে সম্পন্ন বাগদা উপনির্বাচন

ভাঙচুর সংবাদমাধ্যমের গাড়ি, বুথ জ্যাম-সহ বিজেপি প্রার্থীকে হেনস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ভোট হলেও বেলা গড়াতেই দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তিতেই মিটল বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচন। বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমের গাড়ি ও ভাঙচুর করা হয়। ঘড়ির কাঁটা সকাল সাতটা ছুঁতেই শুরু হয়ে গেল বাগদা বিধানসভার ভোটগ্রহণ। ভোট শুরু হওয়ার আগে থেকেই ভোটাররা সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বুথে নিরাপত্তায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। রাস্তায় পাহারা দিচ্ছেন রাজ্য পুলিশের কর্মীরা। কোনও বুথে পুরুষ ভোট কর্মী আবার কোনও বুথে সব মহিলা ভোট কর্মী। সাধারণ ভোটাররা আসছেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছেন। ভোটাররা জানাচ্ছেন সকাল থেকেই লম্বা লাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো রয়েছে কোনো রকম কোনও অসুবিধা হচ্ছে না শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে। সকাল ১০টার পর বাগদা উপনির্বাচনে কয়েকটি জায়গায় বুথ জ্যামের অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর, পাল্টা ওরা জেনে গেছে হেরে বসে আছে বলে কটাক্ষ তৃণমূল প্রার্থীর। সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ শুধু হলেও বেলা বাড়তেই কয়েকটি জায়গায় বুথ জ্যামের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি প্রার্থী বিনয় কুমার বিশ্বাস। তার আরও অভিযোগ বাইরে থেকে লোক এনে বুথ অশান্তির চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে

প্রস্তুত এবং তারা জয়ী হবে বলে আশাবাদী। বিজেপি প্রার্থীর বুথ জ্যামের অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর বলেন, আমি ২০০ পার্সেন্ট নিশ্চিত জিতছি এবং এই সিটটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দিচ্ছি। আগামী দিনে বাগদার মানুষের জন্য কাজ করব। রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর বুথে বুথে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে নির্বাচন কমিশনের এর কাছে এমনই অভিযোগ জানায় বিজেপি। রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর তার গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা গাড়িতে করে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরকে নিয়ে বিভিন্ন বুথে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে এমনই অভিযোগ তুলল বিজেপি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, মমতা বালা ঠাকুর রাজ্যসভার সাংসদ তার সরকারি গাড়ি নিয়ে বাগদা বিধানসভায় প্রত্যেকটি ভোটারকে প্রভাবিত করছে। আমরা ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছি কোন আইনে তিনি এটা করতে পারেন। ইলেকশন কমিশন যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আমরা আমাদের সব স্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে বাগদা বিধানসভায় ঘুরব। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে মমতা বালা ঠাকুর জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন আমাকে অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন না দিলে আমি ব্যবহার করতাম না। আমার একটাই গাড়ি আমার মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুরকে নিয়ে আমি বেরিয়েছি আমি বুথের মধ্যে প্রবেশ করছি না। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভার বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিহিহলদাহ গ্রামের ভোট কেন্দ্রে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ভোট দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ তাকে কার্যত হেনস্তা করেছে তৃণমূল। বাগদা বিধানসভার সাগরপুর এফপি স্কুলের ৭৮ নম্বর বুথে বিজেপির এজেন্টকে প্রাণনাশের হুমকি ও বাড়িতে বাজি ফাটানোর অভিযোগ। বুথ এজেন্ট সাধন বিশ্বাস ভয়ে আত্মগোপন করে আছে অন্য বিজেপি কর্মীর বাড়িতে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। অভিযোগ অস্বীকার বাগদা আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জিত সরদারের। এছাড়া বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসকে মারধরের অভিযোগ উঠল গাদপুকুরে পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে রিগিংয়ের অভিযোগ তুলল তৃণমূল। মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদপুকুরে রিগিং এর অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে ১৮৭ ও ১৮৮ নম্বর কেন্দ্রে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস। অভিযোগ বিনয় বিশ্বাস ভোট কেন্দ্রে পৌঁছতেই তাকে বাঁধা দেয় তৃণমূল। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধেই মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৭ এবং ১৮৮ নম্বর বুথে লোকজন নিয়ে ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

টাঙন নদীর বাঁধে ফাটল, জলবন্দি ৪০টি পরিবার, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বামনগোলা ব্লকের টাঙন নদীর বাঁধে ফাটলের জেরে হুহু করে একের পর এক গ্রামে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে নদীর জল। যার জেরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রামে। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০টি পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে। যদিও বুধবার এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টিম টাঙন নদীর বাঁধের ফাটলের পরিস্থিতির তদারকি করেছে। দ্রুত যদি বাঁধের ফাটল এবং ভাঙার কিছু অংশ মেরামতি না করা হয়, তাহলে কমপক্ষে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত কুড়িটি গ্রামে প্লাবিত আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বামনগোলা ব্লকের বামনগোলা এবং গোবিন্দ মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারহবিনগর, ঠাংভাঙা গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা টাঙন নদীর জলে তলিয়ে গেছে। বেশ কিছু কৃষি জমি এবং রাস্তা ভেঙে ওই এলাকায় জলবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ৪০টি পরিবার। জলবন্দি পরিবারগুলি ওই এলাকাতেই রয়েছে। টাঙন নদীর ভাঙনে আতঙ্ক

ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য, গত সপ্তাহের শনি এবং রবিবার একটানা বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টিতে পারহবিনগর এলাকায় রাস্তা ভেঙে যায়। নদী ধারে বেশ কিছু জায়গায় ধস নামতে থাকে। প্রশাসনের কাছে এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান গ্রামবাসীরা। এমনকী দ্রুত নদীর পাড় পাথর দিয়ে না বাধালে যে কোনও সময় বড় ধরনের ভাঙনের জেরে আশেপাশের গোটা এলাকা প্লাবিত হতে পারে বলেও স্থানীয় গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানিয়েছেন। পাশাপাশি ওই এলাকার নদীবাধের ফাটল দিয়ে ক্রমাগত জল ঢুকছে, যার জন্য ইতিমধ্যে ৪০টি পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে। আর এই ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি এলাকায়।

এবিষয়ে বামনগোলার বিডিও মনোজিৎ রায় জানিয়েছেন, আমার কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টিম ওই এলাকাগুলি তদারকি করে এসেছে। খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কুশমন্ডিতে ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা

আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় লাইব্রেরি রুমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের অন্তর্গত কচড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। ঘটনায় এদিন বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর সহ ভেঙে ফেলা হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মোটরবাইক। বুধবার এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতির স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম অভিজিৎ সরকার (১২)। সে ওই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। এদিন মিড-ডে মিলের খাবার নিতে গিয়ে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন ষষ্ঠ শ্রেণির ওই পড়ুয়া। বিষয়টি অন্যান্য পড়ুয়াদের নজরে আসতেই অসুস্থ ছাত্রকে উদ্ধার করে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় বলে খবর। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় ছাত্রের পরিবারকে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে ওই ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে ওই ছাত্রকে।

এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। গ্রামবাসী ও মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সঠিক সময়ে অসুস্থ ওই ছাত্রকে হাসপাতালে না নিয়ে যাবার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই

ছাত্রের।

এমন অভিযোগ তুলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মারধর করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর করার পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের মোটরবাইকে ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুশমন্ডি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অভিযোগ পুলিশ সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সংখ্যালঘু উন্নয়নে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় খুশির হাওয়া আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মানুষ আরামবাগ লোকসভায় দু-হাত ভরে আশীর্বাদ করে তৃণমূলকে। এবার তাই এক প্রকার পুরস্কার স্বরূপ আরামবাগ ব্লকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করল সরকার। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গেছে, আইএমডিপির স্কিমে সংখ্যালঘু উদ্দেশ্য এলাকায় উন্নয়নের কাজ করা হবে। এই স্কিমের অধীনে মূলত অতিরিক্ত ক্লাস রুম (এসিআর), অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র (এডব্লুসি), স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র (এইচএসসি), পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প (ডিডব্লুএস), কমিউনিটি হল, সাইকেল রাখার শেড, কিচেন শেড ইত্যাদি কাজ হবে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক কবরস্থান, মসজিদ, ইদগাহ ও মাজারের চারপাশে সীমানা প্রাচীর তৈরি করার কাজও করা হবে বলে জানা যায়। এই কাজ হলে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে থাকা ১৫টি পঞ্চায়েত এলাকায় অভূতপুর্ব উন্নয়ন হবে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি আনা যাবে সেই বিষয়ে আলোচনা এবং স্কিম তৈরি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ এরও বেশি

মুসলমানদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। উন্নয়নের ঘাটতিগুলির উদ্দেশ্য হল আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মৌলিক সুযোগ সুবিধার দিকগুলি উন্নত করা, যাতে সেগুলিকে জাতীয় গড়ের সঙ্গে সমান করা যায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ ব্লকে সংখ্যালঘু উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে প্রশাসন। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার দু'বারের সভাপতি। তিনি এর আগেও আরামবাগের মানুষের জন্য কাজ করেছিলেন। এবারও আরামবাগের ১৫ টি পঞ্চায়েতে সমান ভাবে যাতে উন্নয়ন হয় সেই বিষয়ে বিশেষ নজর দেন। এই বিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ স্কুলগুলিতে এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই স্কিমে কাজ করা হবে। প্রায় ছয় কোটি টাকার মতো বরাদ্দ হয়েছে। আমরা সঠিক স্কিম রূপায়ন করে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছি। খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, ইতিমধ্যেই আরামবাগ ব্লকের বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু ও উদ্দেশ্য এলাকায় কবরস্থান ও ইদগাহের বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করব। সহ-সভাপতি কাকুলি রায় ব্যানার্জি বলেন, মাধবপুর অঞ্চলেও কাজ শুরু করা হবে। এই জন্য এস্টিমেট তৈরি হচ্ছে। দ্রুত এস্টিমেট জমা দিয়ে টাকা বরাদ্দ করা হবে নির্দিষ্ট খাতে। সবমিলিয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকায়।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরদিনই হুগলির বাজার পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দশ দিনের মধ্যে সবজির দাম কমানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ পেয়েই হুগলি জেলার একাধিক বাজারে পরিদর্শন করে প্রশাসনের একটি

প্রতিনিধি দল। এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক।

বুধবার সকাল থেকেই হুগলি জেলার একাধিক বাজারে অভিযান শুরু করে প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল। চুঁচুড়া খরুয়া বাজার, মল্লিক কাশেম হাট, শেওড়াফুলি পাইকারি বাজারে অভিযান করেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, কৃষি বিপণন দপ্তর ও নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির আধিকারিকরা। শেওড়াফুলি বাজারে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে ঘুরে দেখেন। চড়া দাম রুখতে মঙ্গলবার বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজারে সবজির দাম কেমন নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে তদারকি করতে শেওড়াফুলি বাজারে অভিযান করেন মহকুমা শাসক।

কেন এরকম চড়া দাম তা জানতে চেয়ে পাইকারি বাজারে ঘুরে দেখেন মহকুমা শাসক সম্বুদ্ধ সরকার, শ্রীরামপুরের এসিপি-২ শুভঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীরামপুর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সম্পাদক ফিরদৌস রহমান আধাকারিকরা। একই ভাবে চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার, মল্লিক কাশেম হাটেও চলে অভিযান। সবজির দাম তদারকি করার পাশাপাশি বিক্রেতাদের দাঁড়িপাল্লা পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। রিনিউ না করায় কয়েকজনের দাঁড়িপাল্লা সিজ করা হয়। আলুর দাম কেজিতে পাঁচ-ছয় টাকা বেশি নেওয়ায় খুচরো বিক্রেতাদের সাবধান করা হয়। এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক। মাঝেমধ্যেই সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে অতর্কিতে বাজারগুলিতে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে মজুতদারি ও ফড়েদের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে আগেই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল সরকারের তরফে। সেই টাস্ক ফোর্স কী কাজ করছে সেই নিয়েও খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। টাস্ক ফোর্সে এগ্রি মার্কেটিং, পুলিশ, এগ্রিকালচার, পশুপালন ও মৎস্য প্রতিপালন, হর্টিকালচার, ফুড অ্যান্ড কালচার থেকে প্রতিনিধিরা রয়েছে। এবার থেকে টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিদের সাতদিন অন্তর মিটিং করার ব্যাপারেও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী নিজে চেক করবেন বলেও জানান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই বুধবার হুগলির বাজারগুলিতে অভিযান তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

শিশুদের স্কুলের সামনেই ধস আতঙ্কে পড়ুয়া থেকে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বিদ্যালয়ের অদূরেই ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জামুড়িয়া ব্লকের তফসি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

বুধবার এই ঘটনাটি ঘটে তপসি গ্রামের তফসি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে এক রাস্তার মাঝে নির্জন স্থানে। ধসের ঘটনা এই এলাকায় প্রথম নয় এর আগেও বেশ কয়েক দফায় এই স্কুল লাগোয়া অংশে ধসের ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। সে সময়ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এলাকাবাসী। এবারও আরও একবার ধসের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ওই এলাকায় বসবাসকারী কয়েকশ বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, এদিন ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার অন্তর্গত ওই এলাকায় প্রায় ১০ ফুট লম্বা চওড়া এলাকাজুড়ে এই ধসের ঘটনাটি ঘটে। ধসের কারণে গর্তের আকার নেয় ওই এলাকাটি। আর সেই বিষয়ে লক্ষ্য করেই স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। কারণ ওই এলাকার প্রায় ৫০ মিটার দূরেই রয়েছে ছোটদের পঠনপাঠনের স্কুল। এ সকল বিষয় লক্ষ্য করেই স্থানীয় এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে নেতৃস্থানীয়রা ইসিএলের কয়লা খনি কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার খবর দিলে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই এলাকাটিকে প্রাথমিক ভাবে মাটি ভরাট করার যন্ত্রাংশ দিয়ে মাটি ভরাট করে এবং সেই স্থানটিকে ফেনসিং দিয়ে ঘিরে ফেলে।

জানা গিয়েছে, এই এলাকায় পূর্বে কয়লা খনির স্তর ছিল, মাটির তলা থেকে কয়লা উত্তোলনের পর সঠিক ভাবে ওই সকল অংশে বালি ভরাট করে ব্যাকফিলিং না হওয়ার কারণে এ ধরনের ঘটনা বারংবার ঘটছে বলেই দাবি করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ।

যদিও ইসিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সমস্যার বিষয় জানতে পেরে দ্রুত সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীতেও ওই এলাকাগুলিকে নজরে রাখা হবে বলে জানান তাঁরা।

সিবিআই পরিচয় দিয়ে চিকিৎসকের টাকা হাতাল প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রচুর পরিমাণে নারকোটিক বিভাগ বেআইনি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আর তাতে জড়িয়ে রয়েছে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের নাম। চিকিৎসকের নামে সিবিআই পরিচয় দিয়ে ভিডিও কলিং করে চিকিৎসকের অ্যাকাউন্ট থেকে দেড় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিল প্রতারক। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ মহেশগঞ্জ গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক গোবিন্দ গোপাল বিশ্বাসের অ্যাকাউন্ট থেকে। ঘটনার পর প্রতিনিয়ত ফোন আসছে আরো টাকা দেওয়ার জন্য। আর সেই টাকা দিলেই সিবিআই এর হাত থেকে নারকোটিক বিভাগের বাজেয়াপ্ত করা মামলা থেকে সুরাহা মিলবে। ঘটনার পর চিকিৎসক গোবিন্দ গোপাল বিশ্বাস কৃষ্ণনগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ-সহ নবদ্বীপ থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। একই সঙ্গে পুলিশের তৎপরতায় তার বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট এবং সমস্ত রকম লিঙ্ক আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু কি ঘটেছিল এ বিষয়ে মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক গোবিন্দ গোপাল বিশ্বাস জানান, সকাল সাড়ে নটা নাগাদ তার কাছে ফোন আসে। নারকোটিক বিভাগ প্রচুর পরিমাণ নেশা জাতীয় দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। তাতে যোগ সাজস রয়েছে

এই চিকিৎসকের। এ কথা শোনার পর চিকিৎসক হতভম্ব হয়ে পড়ে। তিনি এসবের সঙ্গে জড়িত না অথচ তার নামে এত বড় অভিযোগ। আর এই অভিযোগ থেকে সুরাহা মিলবে টাকা দিলেই। টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে চিকিৎসকের ওপর। আর সেই চাপ সহ্য না করতে পেরে টাকা দিয়ে মুক্তির আশায় তার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রথমে ১ লক্ষ পরে আরো ৫০ হাজার টাকা ট্রান্সফার করা হয়। এরপর আরো টাকা দাবি করতে গেলে চিকিৎসক ভুল পিন নম্বর দেন। তখনই পেটিএম ব্লক হয়ে যায়। এরপর তরিঘড়ি ছুটে আসেন নবদ্বীপ থানায়। নবদ্বীপ থানার পুলিশের সহায়তায় কৃষ্ণনগর সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানানোর পর নবদ্বীপ থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও চিকিৎসকের অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ এবং সাইবার ক্রাইম শাখা কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলা।

তৃণমূলের বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজেপির নির্বাচনী বুথ ভাঙা এবং ভোটার স্লিপ ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজেপির নির্বাচনী বুথ ভেঙে দেওয়া এবং ভোটার স্লিপ ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ৯০/ ৮৩ রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা উপনির্বাচনে ফের বিজেপির নির্বাচনী বুথ ভেঙে দেওয়া এবং ভোটার স্লিপ ছিড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভার জগপুরে নির্বিঘ্নে ভোট পরিচালনা করছিলেন। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ভোটার স্লিপ দিচ্ছিলেন বিজেপি কর্মীরা, হঠাৎই বাইকে করে বেশ কিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসে তাদের ওপর চড়াও হয়,মারধর করে এবং তাদের নির্বাচনী বুথ ভেঙে দেয়।

ঘটনায় সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে আসেন রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার বিশ্বাস। তিনি জানান, পুলিশ থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ এবং রাজ্য সরকার একত্রিত ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে সহায়তা করছে। বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মারধর বাড়িতে গুলি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করছে। তারা বুঝে গিয়েছে রানাঘাট দক্ষিণে বিজেপির জয় অনিবার্য, তাই এরকম অপরাধমূলক ঘটনা ঘটাচ্ছে। যদিও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী। যদিও এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে।

মেদিনীপুরের সবজি বাজারে এনফোর্সমেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিগত কয়েক দিনে বাজারে কাঁচা শাক-সবজির অস্বাভাবিক দাম বেড়ে যাওয়ায় সবজি মার্কেটগুলিতে অভিযান চালাল ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। বুধবার সকাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানা এলাকার বেলদা মার্কেট, কেশিয়াড়ি মোড় বাজার ও বাখরাবাদ বাজারের বেশ কয়েকটি সবজি দোকানে অভিযান চালান এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। ওই সমস্ত বাজারগুলির ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা জানতে চান বর্তমানে

কোন সবজি কত দামে বিক্রি করা হচ্ছে। বাজারগুলিতে অভিযান চালানোর পর শাকসবজির বেড়ে যাওয়া অত্যধিক দাম কিভাবে কমানো যায় সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন দপ্তরের আধিকারিকরা। সবজি বিক্রেতা ও ক্রেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে তারা বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন।

লোক শিল্পীদের সরকারি কার্ড বিলি ও ভাতা প্রদানের বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে প্রকৃত লোকশিল্পীদের সরকারি কার্ড বিলি এবং ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হল। পাশাপাশি লোকশিল্পীরা নিজেদের প্রকৃত প্রতিভা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারেন, তার জন্য এদিন একে একে সেইসব শিল্পীদের গান, সংগীত শোনার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের বাঁধ রোড সংলগ্ন মালদা মিউজিয়াম প্রাঙ্গণের লোক শিল্পীদের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় আবেদনকারী ১৫০ জন বিভিন্ন ধরনের শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন বাউল, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা,

বিষহরি, ঢাকি, মুখা শিল্পী প্রমুখ।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লোকশিল্পীদের ক্ষেত্রে মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশাসনের বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রচারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পীদের বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার জন্য আলাদা সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু একাংশ প্রকৃত লোকশিল্পীদের অভিযোগ, সরকারি কার্ড এবং ভাতা পাওয়ার লোভে কিছু অসাধুচক্র আবেদন করেই কৌশলেই সরকারের সেই সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরফলে প্রকৃত শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা দেখালেও সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। তারজন্যই এদিন প্রকৃত লোকশিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকার ও মতামত বিনিময় করেছেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে কর্তারা।

বাউল শিল্পী মনজিৎ সিংহ, লোক শিল্পী অষ্টমী হালদার বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের শিল্পীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ লোকশিল্পীরা নিজেদের নাম সরকারিভাবে নথিভুক্ত করেছেন। এরপর নতুন করে আরো যারা জেলায় শিল্পী রয়েছেন, তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে ভুয়ো শিল্পীরা নিজেদের কৌশল খাটাতে পারবে না।

মালদার এসডিআইসিও সুভায়ন হক জানিয়েছেন, এদিন প্রায়ই ১৫০ জন বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন। এদিনের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকৃত শিল্পীরা তাদের কণ্ঠে গান এবং সংগীত পরিবেশন করেছেন। আগামীতে আবেদনকারী প্রকৃত লোকশিল্পীদের রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মেনে সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বুথ পরিদর্শনে মুকুটমণি অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা উপনির্বাচনে সকালবেলাতেই বুথে বুথে গিয়ে ভোট পরিদর্শন করলেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী। এদিন ভোট পরিদর্শনে বেরিয়ে বিজেপির উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী, এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়েও তুলেছেন প্রশ্ন। কারণ কেন্দ্রীয় বিজেপির বাহিনী দল দাস হিসেবে কাজ করছে এবং ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবে বলেও জানিয়েছেন মুকুটমণি অধিকারী। আবারও আজ তার মুখে শোনা গেল গেরুয়া বসনধারী উগ্রপন্থী কথা এবং বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি এরকম উগ্রপন্থীদের নিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের কাজ শুরু করেছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর খোরপোশ পাবেন মুসলিম মহিলারা

স্পষ্ট করে জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: বিবাহবিচ্ছেদের পরে মুসলিম মহিলারাও খোরপোশ চাইতে পারেন তাঁদের স্বামীর কাছে। এ ব্যাপারে দেশে যে খোরপোশ আইন চালু রয়েছে, তা সমস্ত ধর্মের মহিলাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

স্ত্রীর খোরপোশের দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন মহম্মদ আবদুল সামসাদ নামে এক ব্যক্তি। সেই মামলাটির শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসির বেঞ্চে। শুনানিতে সামসাদের আর্জি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে বলে, 'খোরপোশকে যদি স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীর প্রতি দাক্ষিণ্য বা খয়রাতি ভাবেন, তবে ভুল করবেন। এটা যে কোনও বিবাহিত মহিলার অধিকার। ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মহিলাই এই অধিকার পাওয়ার যোগ্য।'

সামসাদের মামলাটি এর আগে তেলঙ্গানার পারিবারিক আদালত থেকে তেলঙ্গানার হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্ন স্ত্রীর খোরপোশের আর্জিতে সায় দিয়ে পারিবারিক আদালত রায় দিয়েছিল, সামসাদকে মাসে ২০ হাজার টাকা খোরপোশ হিসাবে দিতে হবে তাঁর স্ত্রীকে। পরে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি হাইকোর্টে গেলে হাইকোর্ট আগের রায় বহাল রাখে। তবে খোরপোশের পরিমাণ কমিয়ে দেয় ১০ হাজার টাকায়। এর পরে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সামসাদ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও তাঁকে ফিরিয়ে দেয়।

সুপ্রিম কোর্ট বুধবার জানিয়েছে, ভারতীয় খোরপোশ আইনে (১২৫ ফৌজদারি আইন) বলা আছে এক জন ব্যক্তি কখনওই তাঁর স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মায়ের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। আর এই আইন ধর্মবৈষম্যের উর্ধ্বে। সমস্ত বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ ফিরিয়ে দিল ৩৯ বছর আগে শাহ বানো মামলার স্মৃতি। ১৯৮৫ সালে ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই একই নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তার এক বছর পরে ১৯৮৬ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদের পরবর্তী অধিকার) আইন প্রণয়ন করে। সেই আইনে বলা হয়, মুসলিম মহিলারা ওই খোরপোশ চাইতে পারবেন শুধু বিচ্ছেদের পরের ৯০ দিনের 'ইদ্দত'-এর সময়টুকুতেই।

বুধবার অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৫ সালের সেই পুরনো রায়ই দিল। সেই সঙ্গে আদালত বলেছে, 'স্বামীরা অনেক সময়েই এটা বুঝতে পারেন না যে, গৃহিণীরা তাঁদের উপর মানসিকভাবে তো বটেই এবং আরও নানাভাবে তাঁদের উপর নির্ভরশীল। গৃহিণীরা বাড়িতে থেকে যে ভূমিকা পালন করেন এবং যে ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁর স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে ভারতীয় পুরুষদের।'

বন্যার কবলে উত্তরপ্রদেশের ১০ জেলা, মৃত অন্তত ১৭

লখনউ, ১০ জুলাই: ভয়াবহ বন্যার কবলে উত্তরপ্রদেশ। জলমগ্ন ১০টি জেলা। নতুন করে ১৭ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন। দ্রুত উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, মৃত ১৭ জনের মধ্যে দশজনই প্রয়াগরাজ, কৌশাম্বি ও প্রতাপগড়ের বাসিন্দা। বজ্রপাত, জলে ডুবে ও সাপের কামড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে পিলভিটে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় আটকে পড়া ৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। রিলিফ কমিশনার জি এস নবীন কুমার জানিয়েছেন, কেবল পিলভিট জেলাতেই ২৫২টি গ্রাম জলের তলায়। জল বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। একই পরিস্থিতিতে লখিমপুর খেরি ও অন্যত্র। অন্তত ১০টি জেলার পরিস্থিতি ভয়াবহ। নেপাল ও উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি এলাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার ফলে সরযূ নদী প্লাবিত হওয়ার ফলে অযোধ্যাতেও পরিস্থিতি ভয়াবহ। জানা গিয়েছে, নদীর তীরে ৩ কোটি টাকার একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেসে গিয়েছে জলের তোড়ে। তবে অযোধ্যায় এখনও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কিন্তু সবদিকে নজর রাখা হয়েছে। এদিকে আগামী ক-দিন প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলেই বৃষ্টি হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মরিয়া বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER
Tender are invited through offline bid system under following tender no: NGP-01/2024-25 Dated: 08-07- 2024. The last date for dropping of sealed tender is **16-07-2024 (Tuesday) upto 14:00 Hours.**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- DAKSHINGRAM SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 02/BANNYESWAR GP/24-25, DATE:- 09.07.24.** The last date for online submission of all tender is **17/07/2024 up to 14:00hours.** For details please visit web site **http://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Abridged form of e-NIT-05/SARANG/2024-25, 06/SARANG/2024-25
Circulations memo **no-10(3)/Sar/2024, 11(3)/Sar/2024, dated-09.07.2024**. Online applications are hereby invited from intending bidders for 6 (Six) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **26.07.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https:// wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308

Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Abridged form of e-NIT-01/ SARANG/ 2024-25, 02/ SARANG/2024-25, 03/ SARANG/ 2024-25, 04/SARANG/ 2024-25.
Circulations memo **no-06(3)/Sar/2024, 07(3)/Sar/2024, 08(3)/Sar/2024, 09(3)/Sar/2024, dated-09.07.2024.** Online applications are hereby invited from intending bidders for 36(Thirty Six) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **19.07.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308

Sd/-
Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, (W.B.): Domkal,
Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block

NIeT No: 03/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **10/7/2024 from 3.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **19/7/2024 upto 12.00 PM**
Bid Opening Date: **22/7/2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড
CIN: U45201WB2001PLC092842
রেজিঃ অফিস : 'ঝিলমিল', সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬
ফোন: ০৩৩-৬৬২৮৫৫১৮
ই-মেল : investor.niccojubilee@gmail.com

নোটিস

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") তাদের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ৩/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে- ৮, এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ , ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর সঙ্গে যা 'কোভিড-১৯' অতিমারির বিপদের কারণে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ও তদধীন প্রণীত রুল অধীনস্থ কোম্পানি কর্তৃক সাধারণ ও বিশেষ প্রস্তাবগুলি পাসিং-এর ব্যাখ্যায় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে যা পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১, ২/২০২২, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে- ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ , ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ 'বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে' (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লেখ্য)-তে কোনও সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং তদনুসারে **নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড (এনজেপিএল)-এর ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২রা অগাস্ট, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে **ভিসি/ওএভিএম** -এর মাধ্যমে উপরোক্ত সার্কুলারগুলি এবং সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো কোম্পানিজ এক্ট, ২০২৩ এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

নিক্কো জুবিলি পার্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
ডিরেক্টর
(DIN:- 07119881)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ জুলাই, ২০২৪

আপে ভাঙন, বিজেপিতে যোগ দিলেন একাধিক হেভিওয়েট

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: বারবার আর্জি জানানো হলেও আদালতে জামিন মিলছে না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। এরই মাঝে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ভাঙতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টি। এবার আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ছত্তরপুরের বিধায়ক কর্তার সিং তানওয়ার। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার আনন্দ ও বীণা আনন্দ।

বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে তাঁদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দেন দিল্লির বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবা ও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ও বর্তমান আপ বিধায়কদের পাশাপাশি এদিন বিজেপিতে যোগ দেন দিল্লির আপ কাউন্সিলর উমেদ সিং ফোগার্ট-সহ বেশ কয়েকজন আপ সদস্য। আপ নেতাদের যোগদান প্রসঙ্গে অরুণ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব ও তাঁর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। ওই নেতারা বুঝতে পেরেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত আপ দলে থেকে কাজ করা মানে একনায়কতন্ত্রের মধ্যে কাজ করা।

উল্লেখ্য, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলবন্দি হওয়ার পর গত ৪ মাসে আপ ছেড়ে বিজেপিতে গেলেন ৪ শীর্ষ নেতা। ছত্তরপুরের বিধায়ক কর্তার সিং তানওয়ারের বিজেপি যোগ নিশ্চিতভাবেই বড় ধাক্কা। কারণ, মাত্র ৩দিন আগে আপের কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। গত ৭ জুলাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশ মেনে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তাও দেন তিনি। এভাবে কার্যত রাতারাতি তাঁর দল বদলে কিছুটা হলেও বিস্মিত আপ শিবির।

দল বদলের পর কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টিকে তোপ দেগে কর্তার সিং বলেন, আম আদমি পার্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে দুর্নীতি। গত কয়েক মাসে দিল্লির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ ও ২০২০ ছত্তরপুর কেন্দ্র থেকে ২ বার বিধায়ক হন কর্তার সিং। আপে যোগ দেওয়ার আগে বিজেপির সদস্য ছিলেন এই নেতা। এবার পুরনো দলে ফিরে গেলেন তিনি।

বাজারে আসছে মোটো জি সিরিজের নতুন ফোন

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: ভারতের ৫জি স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে অন্যতম মোটোরোলা। এবার মোটো জি৮৫ ৫জি ফোন বাজারে আনতে চলেছে সংস্থাটি। বুধবার এই নতুন লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে মোটোরোলা। মোটো জি সিরিজের স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে প্রথমবার থ্রিডি কার্ভ ও এন্ডলেস এডজ ডিসপ্লে-সহ বাজারে আসতে চলেছে এই ফোনটি। ফোনটির মধ্যে বেশ কিছু নতুন সেগমেন্ট ও ফিচারও রয়েছে। যা আগের সিরিজগুলোতে ছিল না। যার মধ্যে উল্লেখ্য, গোরিলা গ্লাস ফাইভ প্রোটেকশন-সহ বেস্ট থ্রি ডি কার্ভড ১২০এইচজেড পোলেড ডিসপ্লে। এছাড়াও ১৬০০ নিটস ব্রাইটনেসও রয়েছে। সোনি লিটিয়া ৬০০ সেন্সর-সহ শেক ফ্রি ৫০এমপি ওআইএস ক্যামেরা রয়েছে। মডেলটি খুবই হালকা ও সুপার প্রিমিয়াম ডিজাইন করা হয়েছে। ফোনটির মধ্যে ১২জিবি র‍্যাম ও ২৫৬জিবি স্টোরেজ রয়েছে। ফোনটির বাজারমূল্য হতে চলেছে ১৬,৯৯৯ টাকা (৮জিবি র‍্যাম ও ১২৮জিবি মেমোরি), ১৮,৯৯৯ (১২জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি মেমোরি) টাকা।

গাজার স্কুলের প্রবেশদ্বারে রকেট হামলা, মৃত অন্তত ২৯

গাজা, ১০ জুলাই: ফের গাজার একটি স্কুলে ভয়ংকর আঘাত হানল ইজরায়েল! শনিবার ইজরায়েলি ফৌজের 'অগ্নিবর্ষণে' সেখানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৯ জনের। ওই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্যালেস্তিনীয় সেনার হামলায় ঘরছাড়া মানুষেরা। এই নিয়ে পর পর চারদিন এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটল। হামাস এই হামলার পিছনে ইজরায়েলকে দায়ী করছে। ইজরায়েলের তরফে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সংবাদ সংস্থাকে তেল আভিভের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের সেনা ওই অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। বাকি তিন হামলার কথাও স্বীকার করেছে ইজরায়েল।

এক প্রত্যক্ষদর্শী মঙ্গলবাসরীয় হামলার বিষয়ে জানাতে গিয়ে বলেছেন, আমরা স্কুলের প্রবেশদ্বারের একেবারে সামনে বসেছিলাম। হঠাৎই কোনও হুঁশিয়ারি ছাড়াই আচমকা আছড়ে পড়ল রকেট। ইজরায়েলের তরফে পরে বলা হয়েছে, স্কুলটির কাছেই একটি হামাস ঘাঁটিতে হামলা চালানোই উদ্দেশ্য ছিল। পুরো বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে বলে জানাচ্ছে তেল আভিভ।

গত ১০ মাস ধরে হামাস নিধনে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েল। অভিযান শুরু করার পর থেকে ইহুদি দেশটির সেনার অভিযোগ ছিল, গাজার বিভিন্ন হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মীয়স্থানে লুকিয়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিরা। সেখান থেকেই তাঁরা নানা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে, সেনার উপর হামলা চালাচ্ছে। ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এই অভিযোগের সাপেক্ষে যুক্তিও দিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বলা রাখা ভালো, গোটা গাজা ভূখণ্ড জুড়ে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিদের সুড়ঙ্গ। গত ১০ মাস ধরে যুদ্ধে মাটির নিচের সেই ডেরাগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। এবার ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হামাসের টানেল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সুড়ঙ্গে খতম করা হয়েছে শতাধিক হামাস জঙ্গিকে।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে উদ্বিগ্ন ওয়াশিংটন, প্রভাব পড়বে না ইন্দো মার্কিন সমঝোতায়

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রুশ সফরে একাধিক বিষয়ে ভারত-রাশিয়া সমঝোতার পরেও ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না। দুই দেশের কৌশলগত 'বন্ধুত্ব' অটুট থাকবে আগের মতোই, বুধবার জানিয়ে দিল বাইডেন প্রশাসন। উল্লেখ্য, এর আগে মোদির মস্কো সফর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ওয়াশিংটন। সম্প্রতি বাইশতম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পাঁচ বছর পরে মস্কোয় পা দেন মোদি। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে এই সফরে নজর রাখছিল পশ্চিম বিশ্ব। যদিও মঙ্গলবার পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের মোদি বার্তা দেন, রণভূমিতে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান সম্ভব নয়। বোম আর বুলেটের আঘাতে শান্তি প্রক্রিয়া বারবার তছনছ হচ্ছে। মঙ্গলবার পেন্টাগনের অন্যতম মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার বলেন, ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক পুরনো। আবার আমেরিকার কৌশলগত অংশীদার ভারত। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আমরা খোলাখুলি কথা বলব। তাছাড়া এই সপ্তাহেই ন্যাটো সম্মেলন রয়েছে। গোটা বিষয়ে নজর রাখছে বিশ্ব। বাইডেন প্রশানের তরফে আরও বলা হয়েছে, ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের উদ্বেগ থাকবেই। সেটাই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে ভারত সরকারকে গোপন এবং প্রকাশ্য বার্তা দেওয়া হবে। তবে তাতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না।

e-Tender Notice
e-Tender invited by the Executive Officer Tehatta-II Panchayat Samity, Palashipara, Nadia. Tender Notice No: 38 of Tehatta-II of 2023-24, Dated: 08/07/2024. Last date & time for submission of E-Tender : 16/07/2024 upto 6 P.M. Details on: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Executive Officer,
Tehatta-II P.S,Palashipara, Nadia.

TENDER NOTICE
Percentage rate Tender invited vide Niet **No. 01/2024-25 with vide Memo No. 456/15th F.C/KGP/24-25, Dated: 10/07/2024** by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **19/07/2024 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Kashipur Gram Panchayat

Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No. - 03/KGP/2024-25 of 15th**. FC.by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT **10/07/2024 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **18/07/2024 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-6/2024-25for "Construction of Storm Water Drainage at different wards under Krishnanagar Municipality." & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-7/2024-25 for "Construction of Storm Water Drainage & Repairing of Existing drain at Aurobinda Road in Ward No.10 under Krishnanagar Municipality." The intending bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender id: 2024_MAD_710949_1 to 2024_MAD_710949_3 & 2024_MAD_711220_1
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call
1st Corrigendum notice
N.I.E. ET. No. 06/WS/Eng/24 dt 26.06.24 Bid Submission period 15.07.24 instead of 09.07.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

Office of the
Rasulpur Gram Panchayat
Nabagram, Murshidabad
NIeT. No. 08/15th CFC/RGP/2024-25, Memo No. 86/En/RGP/2024, dated-09/07/2024 & 09/15th CFC/RGP/2024-25, Memo No. 87/En/RGP/2024, dated-09/07/2024 Date of publishing: **09/07/2024 from 6.00 p.m** on htpp://wbtenders.gov.in Bid downloading starts from: **09/07/2024 from 6.00 p.m** Bid Downloading ends : **19/07/2024 up to 11.00 a.m** Last date of Bid submission: **19/07/2024 up to 11.00 a.m** Technical Bid opening date: **22/07/2024 at 11.00 a.m** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২৫–এসডিএসটিই–এএসএন–২০২৪–২৫, তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন–আসানসোল ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পিএ সিস্টেমের প্রতিস্থাপন/অগমেন্টেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬৬,২৩,৩৫৭.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৩২,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস–III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারা ই–টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ASN-111/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 nos. different development work(s) under **5th SFC Untied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-04/2024-25, Dated: 10.07.2024.** Bid submission end date: **17/07/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **20/07/2024 at 01.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

DASPUR-II GRAM PANCHAYAT
DASPUR::GHATAL:: PASCHIM MEDINIPUR
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-4/24-25,Memo No-436,Date-10.07.2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-5/24-25,Memo No-437,Date-10.07.2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-6/24-25,Memo No-484,Date-10.07.2024
Tender Through inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Daspur-II GRAM Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **11.07.2024.** Bid Submission end Date : **17.07.2024.** Bid Opening Date : **22.07.2024.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Daspur-II Gram Panchayat

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal,
Dist. - South 24 Parganas
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 227/SGP/2024 (Community Hall),** Dated **09/07/2024)** within the GP area. The last bid submission date is **26/07/2024 till 2.00 P.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
S/d Pradhan,
Sridhanrnagar GP

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Construction of Additional Class Room at Beldanga C.R.G.S. High School (Unit -3)	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-19/2023-24 (2nd Call)	10.91 Lakh	26.07.2024 at 2:00 PM.
2	Construction of Girls Toilet including water supply arrangement at Beldanga C.R.G.S. High School (Unit – 2)	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-20/ 2023-24 (2nd Call)	2.57 Lakh	19.07.2024 at 2:00 PM.
3	Construction of Girls Toilet including water supply arrangement at Beldanga Saratpally Balika Vidyalaya (Unit – 1)		2.57 Lakh	
4	Construction of Library at Beldanga Srish Chandra Vidyapith	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-21/ 2023-24 (2nd Call)	13.55 Lakh	26.07.2024 at 2:00 PM.
5	Construction of Cycle Shed at Beldanga Srish Chandra Vidyapith		11.04 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org**, **www.wbtenders.gov.in**

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল: sclinvestors@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ সোমবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ("আইএসটি") বেলা ১১:৩০টায় ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও দ্য সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলারস") কর্তৃক ইসু করা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইসুকৃত সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪, সেবি/এইচও/ সিএফডি/ সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ০৭ অক্টোবর ২০২৩ ("সেবি সার্কুলার") -এর সঙ্গে পঠিত এবং এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ৫৬ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত আছে রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপিএস") সাথে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ৫৬ তম এজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন। ৫৬তম এজিএমে যোগদানের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এবং ৫৬তম এজিএমের সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা কাস্টিং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি (সদস্যদের সহ) প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করা বা যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপিএস/কোম্পানি/আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়) ৫৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। ৫৬ তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.somanyceramics.com, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") ওয়েবসাইট যেমন www.evotingindia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লি. এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লি.-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

যে সদস্যরা কোম্পানি /আরটিএ/ডিপি-তে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অনুগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ পাওয়ার জন্য ইমেল আইডি নিবন্ধনের জন্য নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ আপনার ব্যাঙ্কারের দ্বারা সত্যায়িত ধারকদের স্বাক্ষর সহ যথাযথভাবে সম্পূর্ণ আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং চয়েস অফ নমিনেশন (https://mdpl.in/form) পাঠানোর জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং আইএফএসসি কোড তাতে মুদ্রিত। চেকের পাতায় আপনার নাম ছাপা না থাকলে, আপনাকে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড দেখানো আপনার পাস বই/ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক সত্যায়িত কপি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সদস্য কোম্পানির ৫৬তম এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে তার ইমেল ঠিকানা আপডেট করেন, তিনি ই-মেইলের মাধ্যমে, বিজ্ঞপ্তির সফ্ট কপি এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতির মাধ্যমে জারি করার জন্য আরটিএ--কে অনুরোধ করতে পারেন এই এজিএমের জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করার জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্য আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন
ডিম্যাট হোল্ডিং	আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিপির সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার হোল্ডিং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৫ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তার সভায় এর লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, ৩ টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ২ টাকা যা পরবর্তী ৫৬তম এজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে। সেবি, উল্লেখ্য সার্কুলার তারিখ ৩ নভেম্বর, ২০২১ দ্বারা, এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলির সাথে পাঠ করে, ফিজিক্যাল সিকিউরিটি ধারকদের দ্বারা প্যান, কেওয়াইসি বিশদ এবং নমিনেশনের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেছে। উল্লিখিত ম্যান্ডেট অনুসারে, সদস্যরা, যারা সিকিউরিটিজ ধারণ করে, যাদের ফোলিও (গুলি) কেওয়াইসি বিশদগুলির সাথে আপডেট করা হয় না যেমন, (ক) প্যান, (খ) যোগাযোগের বিবরণ (গ) মোবাইল নম্বর (ঘ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং (ঙ) স্বাক্ষর এই জাতীয় ফোলিওর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ, সুদ বা রিডেম্পশন পেমেন্ট সহ যে কোনও অর্থপ্রদানের জন্য যোগ্য হবে, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। উপরোক্ত অনুযায়ী, ডিভিডেন্ড, ভৌত ফোলিওর ক্ষেত্রে যেখানে উপরের যেকোনও কেওয়াইসি বিশদ বিবরণ কাট-অফ তারিখের আগে আপডেট করা হয়নি, কোম্পানির দ্বারা আটকে থাকবে। সদস্যরা দয়া করে মনে রাখবেন যে ফোলিওতে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট হওয়ার পরেই লভ্যাংশগুলি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অনুগ্রহ করে এটি আপডেট করুন :

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং নমিনেশনের বিশদ একটি যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২, আইএসআর-৩ বা এসএইচ-১৩, যেমন প্রযোজ্য, আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১-এ পাঠিয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্য mdpldc@yahoo.com-এ আরটিএ-তে একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপির সাথে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২০ অনুসারে, সদস্যদের হাতে লভ্যাংশ আয় করযোগ্য ১ এপ্রিল, ২০২০ এবং কোম্পানিকে আয়কর আইন, ১৯৬১ ('আইটি আইন') এ নির্ধারিত হারে সদস্যদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে উৎসে আয়কর ('টিডিএস') কাটাতে হবে। সাধারণভাবে, টিডিএস প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের তাদের ডিপিগুলির সাথে আইটি আইন অনুসারে বিভাগ তাদের আবাসিক স্থিতি, প্যান, সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয় অথবা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪ এর মধ্যে ই-মেইল আইডি mdpldc@yahoo.com প্রেরণের মাধ্যমে আরটিএ-এর সাথে প্রকৃত আকারে শেয়ার রাখা হয়।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(অম্বরীশ জুলকা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার

স্থান : নয়ডা
তারিখ: ১০ জুলাই, ২০২৪

জিম্বাবোয়েকে ২৩ রানে হারিয়ে ভারতের চিন্তা দুর্বল বোলিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও এক বার ভারত বুঝিয়ে দিল, প্রথম ম্যাচে হার নিছকই কাকতালীয় ছিল। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ২৩ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে গেলেন শুভমন গিলেরা। এই ম্যাচে দলে ফিরলেন বিশ্বকাপজয়ী তিন ক্রিকেটার। ফলে ভারতের প্রথম একাদশে চার বদল হয়। তাতে ম্যাচ জিততে সমস্যা হয়নি। এই জয়ের ফলে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।

এই জয়ের পরেও একটি চিন্তা থাকবে ভারতের। ৩৯ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও জিম্বাবোয়েকে অল আউট করতে পারলেন না ভারতীয় বোলারেরা। জিম্বাবোয়ের নীচের সারির ব্যাটারেরা লড়াই করলেন। সিরিজে এগিয়ে গেলেও বোলিং নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তা থাকবে শুভমনদের।

রানে ফিরলেন অধিনায়ক শুভমন। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের তিন ক্রিকেটার যশস্বী জয়সওয়াল, শিবম দুবে ও সঞ্জু স্যামসন এই ম্যাচে দলে ঢোকেন। ফলে শুভমনের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন যশস্বী। ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বরে নামতে হয় আগের ম্যাচে শতরান করা অভিষেক শর্মাকে।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করেন শুভমন ও যশস্বী। দ্রুত রান করছিলেন তাঁরা। পাওয়ার প্লে কাজে লাগাচ্ছিলেন দুই ব্যাটার। ৪ ওভারের মধ্যেই ৫০ রান হয় ভারতের। কিন্তু তার পরে রানের গতি হঠাৎ কমে যায়। ভারতকে আটকানোর কৃতিত্ব প্রাপ্য জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকন্দর রাজার। তাঁর বল খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। ৬৭ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় ভারত। সিকন্দরের বলে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে ৩৬ রান করে আউট হন যশস্বী। তিন নম্বরে নামা অভিষেক এই ম্যাচে রান পাননি। ১০ রান করে সিকন্দরের বলেই ফেরেন তিনি।

শুভমন ভাল খেলছিলেন। তাঁকে সঙ্গ দেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ১২ ওভারের পর রানের গতি বাড়ায় ভারত। সেই সময় চালে ভুল করে ফেলেন সিকন্দর। প্রধান বোলারদের ওভার বাকি থাকার পরেও পার্ট টাইম বোলারদের হাতে বল তুলে দেন তিনি। তাঁরা রান দেন। ৩৬ বলে নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন শুভমন। প্রথম দুই ম্যাচে রান না পেলেও এই ম্যাচে ভাল খেলেন তিনি। ৬৬ রান করে ব্লেসিং মুজারাবানির বলে বড় শট মারতে গিয়ে আউট হন শুভমন। বাকি সময়ে ভারতের রান এগিয়ে নিয়ে যান রুতুরাজ। শেষ দিকে বেশ কয়েকটি বড় শট খেলেন তিনি। ৪৯ রানের মাথায় মুজারাবানির বলেই আউট হন রুতুরাজ। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪

উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে ভারত। ১৮৩ রান করা কঠিন ছিল জিম্বাবোয়ের পক্ষে। তার উপর শুরু থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে তারা। দ্বিতীয় ওভারে জিম্বাবোয়েকে প্রথম ধাক্কা দেন আবেশ খান। ওয়েসলি মাধেভেরেকে আউট করেন তিনি। তৃতীয় ওভারে মারুমানিকে আউট করেন খলিল আহমেদ। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই আরও এক উইকেট হারায় জিম্বাবোয়ে। আগের ম্যাচে নজরকাড়া ব্রায়ান বেনেটকে আউট করেন আবেশ। সেই আউটের ক্ষেত্রে বড় কৃতিত্ব রবি বিষ্ণোইয়ের। পয়েন্ট অঞ্চলে জোরে মেরেছিলেন বেনেট। শূন্যে ঝাঁপিয়ে দু'হাতে ক্যাচ ধরেন বিষ্ণোই।

পাওয়ার প্লে-র পরেও নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে জিম্বাবোয়ে। পেসারদের পরে স্পিনারের দাপট দেখান। ওয়াশিংটন সুন্দর এক ওভারে অধিনায়ক সিকন্দর ও জোনাথন ক্যাম্পবেলকে আউট করেন। সিকন্দর ভাল খেলছিলেন। কিন্তু জরুরি রানরেট বেড়ে যাওয়ায় বড় শট মারতে গিয়ে ফেরেন তিনি। ৩৯ রানে জিম্বাবোয়ের অর্ধেক দল সাজঘরে ফিরে যায়।

ষষ্ঠ উইকেটে জুটি বাঁধেন ডিয়ন মেয়ার্স ও ক্লাইভ মাদানদে। প্রথম দিকে রানের গতি খুব বেশি না হলেও উইকেট হারাননি তাঁরা। কিছুটা সময় কাটানোর পরে হাত খোলেন দুই ব্যাটার। কয়েকটি বড় শট এলেও জরুরি রানরেট বেড়েই চলেছিল। কিন্তু হাল ছাড়েননি তাঁরা। লড়াই করেন। শেষ ৫ ওভারে দরকার ছিল ৭৩ রান। ভারতের প্রধান বোলারেরা ৩০ বলে দিলেন ৪৯ রান। অনেক চেষ্টা করেও জেতাতে পারলেন না মেয়ার্স ও মাদানদে। বড় শট খেলার চেষ্টায় উইকেটও পড়ল। ৩৭ রানে আউট হলেন মাদানদে। মেয়ার্স শেষ দিকে বড় শট খেলেন। অর্ধশতরান করে দলকে কাছে নিয়ে গেলেও জেতাতে পারেননি তিনি। ৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন মেয়ার্স। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান করল জিম্বাবোয়ে। ২৩ রানে হেরে মাঠ ছাড়ল তারা।

তিন সহকারী কম পাওয়ায় অখুশি দ্রাবিড়

ফিরিয়ে দিলেন পুরস্কারের আড়াই কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ১২৫ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার দিয়েছে রোহিত শর্মাদের। ১৫ জন ক্রিকেটারের মতো কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও পেয়েছেন ৫ কোটি টাকা। কিন্তু তিন সহকারী কোচের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আড়াই কোটি টাকা করে। এই সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি দ্রাবিড়ের। তাই পুরস্কারের অর্ধেক টাকা বিসিসিআইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন দ্রাবিড়।

পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেননি দ্রাবিড়। তাঁর বক্তব্য, বোলিং কোচ পরশ মামব্রে, ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের অবদান কোনও অংশে কম নয়। তাঁদেরও সমান টাকা পাওয়া উচিত। তিনি সহকারীদের থেকে আড়াই কোটি টাকা বেশি নিতে পারবেন না। বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "দ্রাবিড় আড়াই কোটি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি চান এই টাকা চার জন কোচের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হোক। আমরা তাঁর আবেগ, ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

দ্রাবিড় এবং তিন জন সহকারী কোচ পাচ্ছেন ৩ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে। এ বারই প্রথম নয়। এর আগেও এমন করেছেন দ্রাবিড়। ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। সে বার বিশ্বকাপ জেতার পর বিসিসিআই দ্রাবিড়কে আর্থিক পুরস্কার হিসাবে ৫০ লাখ টাকা এবং সহকারী কোচদের ২০ লাখ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে বারও সহকারীদের থেকে বেশি টাকা নিতে রাজি হননি দ্রাবিড়। বোর্ডকে অনুরোধ করেছিলেন, মোট টাকা সকলকে সমান ভাবে ভাগ করে দিতে। বোর্ড কর্তারা দ্রাবিড়ের এই সিদ্ধান্তে মুগ্ধ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন দ্রাবিড়। মঙ্গলবারই ভারতীয় দলের নতুন কোচ হিসাবে গৌতম গম্ভীরের নাম ঘোষণা করেছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। আগামী শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে দায়িত্ব নেবেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন মেন্টর।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে বাজি ধরে ৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা খোয়ালেন ড্রেক

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো খেলায় পক্ষে-বিপক্ষে বড় অঙ্কের বাজি ধরাটা অনেক আগেই অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছেন কানাডার বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ড্রেক। আজ সকালে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হয়েছিল কানাডা। সেই ম্যাচেও বাজি ধরেছিলেন ড্রেক। তবে তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা খোয়াতে হয়েছে।

৩৭ বছর বয়সী ড্রেক আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের পাঁড় ভক্ত, তা হয়তো অনেকেরই জানা। কানাডার চেয়ে শক্তি-সামর্থ্যে ঢের এগিয়েও ছিল লিওনেল মেসির দল। কোপার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে হারের সম্ভাবনা প্রবল জেনেও নিজ দেশ কানাডার ওপর আস্থা রেখেছিলেন ড্রেক। ঝুঁকি জেনেও ধরেছিলেন ৩ লাখ মার্কিন ডলার বাজি (৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা)। দৈবক্রমে কানাডা জিতে গেলে তিনি পেতেন ২৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার (৩৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা)।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ইস্ট রাদারফোর্ডের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আজ হুলিয়ান আলভারেজ ও মেসির গোলে কানাডাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠে গেছে আর্জেন্টিনা। ফলে ড্রেকও খুইয়েছেন ৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

মেসি-দি মারিয়া-মার্তিনেজদের বিপক্ষে বাজি ধরে ড্রেক শুধু আর্থিকভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হননি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে খোঁচার আঘাতও সইতে হচ্ছে। খোদ আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) নিজেদের এক্স অ্যাকাউন্টে ড্রেককে পাল্টা জবাব দিয়েছে। সেটাও তাঁর তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন র‍্যাপার কেন্ড্রিক লামারের গানের নাম দিয়ে একটি ছবি পোস্ট করে।

এএফএ তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে কানাডার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার উদ্‌যাপনের একটি ছবি পোস্ট করে ড্রেকের প্রতিদ্বন্দ্বী লামারের 'নট লাইক আস' গানটিই ক্যাপশন হিসেবে ব্যবহার করেছে। সঙ্গে বোল্ড ফন্টে লিখেছে;'নট উইথ আস'। অর্থাৎ, 'তোমরা (কানাডা) আমাদের মতো নও, আমাদের সঙ্গে লাগতে (বিপক্ষে বাজি ধরতে) এসো না';র‍্যাপার ড্রেককে যেন এই বার্তাই দিতে চেয়েছে এএফএ।

একে তো বাজিতে মোটা অঙ্কের হার, তার ওপর আর্জেন্টিনার এমন জবাব;ব্যাপারটা ড্রেকের কাছে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' মনে হতেই পারে।

উইম্বলডনের সেমিফাইনালে জোকোভিচ

খেলতেই হল না কোয়ার্টার ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোয়ার্টার ফাইনাল না খেলেই উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠলেন নোভাক জোকোভিচ। চোটের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ অ্যালেক্স ডি মিনাউর। এই নিয়ে ১৩ বার উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠলেন জোকোভিচ।

একটা সময় উইম্বলডন খেলাই অনিশ্চিত ছিল জোকারের। হাঁটুর চোটের জন্য ফরাসি ওপেন থেকে নাম তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অস্ত্রোপচার করাতে হয়। উইম্বলডনে অবশ্য পরিচিত ফর্মেই দেখা যাচ্ছে ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। চতুর্থ রাউন্ড পর্যন্ত বড় বাধার সামনে পড়তে হয়নি তাঁকে। কোয়ার্টার ফাইনালেও কোর্টে নামতে হল না। চোটের জন্য নাম তুলে নিয়েছেন তাঁর অস্ট্রেলীয় প্রতিপক্ষ।

সোমবার চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ফ্রান্সের আর্থার ফিলসকে ৬-২, ৬-৪, ৪-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়েছিলেন মিনাউর। সেই ম্যাচ খেলার সময়ই চোট পান তিনি। আগামী অলিম্পিক্সের কথা ভেবে ঝুঁকি নিতে চাননি অস্ট্রেলীয়। নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ঘাম না ঝরিয়েই উইম্বলডনের শেষ চারে জায়গা করে নিলেন জোকোভিচ। একই সঙ্গে পেয়ে গেলেন প্রয়োজনীয় বিশ্রামও।

উইম্বলডনের প্রস্তুতির মধ্যেই জার্মানিতে ইউরো কাপের খেলা দেখতে যান জোকোভিচ। গ্রুপ পর্বে সার্বিয়ার শেষ ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর দেশ ইউরোর গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয়।

মেসি ও আলভারেজের গোলে হারিয়ে ফাইনালে আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা ২ — ০ কানাডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল ইতিহাসে একমাত্র দল হিসেবে টানা তিনটি বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে স্পেন। তাদের সে রেকর্ডে ভাগ বসানোর পথে শেষ ধাপে এসে পৌঁছাল আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকায় ফাইনালের এই ধাপটা এখন পাড়ি দিতে পারলেই স্পেনের অনন্য সেই কীর্তিতে উচ্চারিত হবে লিওনেল মেসি-আনহেল দি মারিয়াদের নামও।

আর্জেন্টিনা তা পারবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে কোপা আমেরিকায় সেমিফাইনাল পর্যন্ত লিওনেল স্কালোনির দলের পারফরম্যান্স দেখে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা আশাবাদী হতেই পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আজ কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে কানাডাকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ২২ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের গোলের পর ৫১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি মেসির।

২০২১ কোপা আমেরিকা জয়ের পর ২০২২ বিশ্বকাপও জিতেছে আর্জেন্টিনা। এবারও লাতিন আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা ঘরে রেখে দেওয়ার সুযোগ স্কালোনির দলের সামনে। গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সেমিফাইনাল ম্যাচে তাকালে কেউ কেউ দুয়ে দুয়ে চারও মিলিয়ে নিতে পারেন। আজকের মতো ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সে ম্যাচেও আর্জেন্টিনার স্কোরবোর্ডে মেসি ও আলভারেজের নাম ছিল!

এবার কোপায় অভিষিক্ত কানাডা ম্যাচের প্রথম ১০ থেকে ১৫ মিনিট বেশ ভালোই খেলেছে। তবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে আর্জেন্টিনার রক্ষণের সামনে এসে। স্কালোনির দল গুছিয়ে নিতে একটু সময় নিয়ে প্রথম গোল আদায় করে নেয় ২০ মিনিট পরই। কানাডার রক্ষণে বক্স থেকে বেশ সামনে দুই ডিফেন্ডার অ্যালিস্টার জনস্টন ও ময়েস বোম্বিতোর মাঝখানে ওত পেতে ছিলেন আলভারেজ। অপেক্ষা ছিল শুধু একটি থ্রু পাসের।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সম্ভবত মাঝমাঠ থেকে বল বাতাসে ভাসিয়ে আলভারেজের সামনে ফেলেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। ডান পায়ে বলটি দারুণভাবে রিসিভ করে এক ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন আলভারেজ। দিয়েগো ফোরলান, রোমারিও ও মেসির পর চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গোল করলেন ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের ৪৪ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন মেসি। কানাডার বক্সে ফেলা দি মারিয়ার পাস আলভারেজ ডামি করলে বল পেয়ে যান মেসি। প্রথম টাচে ডিফেন্ডার জনস্টনকে কাবু করে শট নিলেও সেটি পোস্টের বাইরে ছিল। এবার কোপায় নিজের প্রথম গোলটি তুলে নিতে মেসিকে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।

বিরতির পর ৫১ মিনিটে কানাডা সেই গোলটি হজম করেছে অবশ্য নিজেদের রক্ষণের ভুলে। মেসি বক্সে থাকা অবস্থায় কানাডার এক ডিফেন্ডার রক্ষণে বেশি নিচে নেমে যাওয়ায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে আর অফসাইড নিয়ে ভাবতে হয়নি। এনজো ফার্নান্দেজ বক্সের জটলার মধ্যে শট নিলে মেসি তাতে শুধু পা ছুঁয়েছেন। বল জালে!

কানাডা অফসাইডের অভিযোগ তোলায় ভিডিও রিপ্লে দেখে গোল বহাল রাখেন রেফারি। ব্রাজিলের জিজিনিওর পর কোপা আমেরিকার ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি আলাদা টুর্নামেন্টে গোল করলেন মেসি। শুধু কি তাই, আর্জেন্টিনার জার্সিতে এটা ছিল মেসির ১০৯তম গোল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ইরানের আলী দাইয়িকে পেছনে ফেলে দুইয়ে উঠে এলেন মেসি। ১৩০ গোল নিয়ে শীর্ষে পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

দুই গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর ৬৮ মিনিটে আরও বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে কানাডা। পায়ের চোটে মাঠ ছাড়েন কানাডা তারকা আলফোন্সো ডেভিস। ম্যাচের ৮৯ থেকে ৯০ মিনিটে গোল করার দুটি সুযোগ পেয়েছে কানাডা। ৮৯ মিনিটে বদলি নামা তানি ওলুয়াসারির বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শট দুর্দান্তভাবে পা দিয়ে ঠেকান আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

সেভটি দেখে কারও কারও গত বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষ মুহূর্তে ফ্রান্সের কোলো মুয়ানির শটে মার্তিনেজের সেই সেভের কথাও মনে পড়তে পারে। তবে পরের মিনিটেই বক্সের ভেতর থেকে শট বাইরে মেরে গোলের শেষ সুযোগও হারায় কানাডা। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে কানাডা আর কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি।

মেসি ও দি মারিয়াকে আজ শুরু থেকেই খেলিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। আর্জেন্টিনার হয়ে দুজনে একসঙ্গে এ নিয়ে ১১২টি ম্যাচ খেললেন। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে প্রায় ৮৩ হাজার দর্শকের সামনে এবারের কোপায় এখন পর্যন্ত সেরা ম্যাচটাই খেলেছে আর্জেন্টিনা। যদিও প্রতিপক্ষ কানাডার মতো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দল, তবু ফাইনালে আগে নিজেদের খেলাটা ভালোই গুছিয়ে নিল স্কালোনির দল। ফ্লোরিডায় আগামীকাল অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে উরুগুয়ে ও কলম্বিয়া। এ ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে।

৭ই জুলাই ২০২৪ রবিবার শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় দক্ষিনেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ পরিচালিত আলিপুরদুয়ার শাখায় নবনির্মিত আদ্যামন্দিরের দ্বারোদঘোটন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের বান প্রস্থ আশ্রমের শুভ উদ্বোধন (র্ভাচুয়ালি) করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সংঘের সাধারন সম্পাদক কাম ষ্ট্রাটী ব্রক্ষচারী মুরাল ভাই।

ফ্রান্সকে বিদায় করে ফাইনালে স্পেন

স্পেন ২ — ১ ফ্রান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স ১৭ হতে বাকি মাত্র ৩ দিন। ইউরো ও বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১৬ বছর বয়সে প্রথম গোল করা ফুটবলার হতে আজ লক্ষ্যভেদ করতেই হতো লামিনে ইয়ামালকে। টুর্নামেন্টজুড়ে জাদুকরী ফুটবল খেলা ইয়ামালের অবশ্য একটা গোল প্রাপ্যও ছিল।

এর মধ্যে সেমিফাইনালের মঞ্চে ৯ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের সহায়তায় রানদাল কোলো মুয়ানি ফ্রান্সকে এগিয়ে দিলে চাপ আরও বাড়ে স্পেনের। ম্যাচের আগে এমন চাপ সামলে ইয়ামাল দলকে ফাইনালে নিতে পারবেন কি না সে প্রশ্ন তুলেছিলেন ফরাসি মিডফিল্ডার আদ্রিয়েন রাবিও।

প্রশ্নের জবাব দিতে এরচেয়ে বড় মঞ্চ আর কি হত পারত! সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না ইয়ামালও। তাঁর রেকর্ড গড়া গোলেই পিছিয়ে থাকা স্পেন ফেরে সমতায়। এরপর দারুণ এক গোলে স্পেনের হয়ে ব্যবধান ২,১ করেন দানি অলমো। যা চেষ্টা করেও আর বদলাতে পারেনি এমবাপ্পের ফ্রান্স। ২,১ গোলের জয়েই এক যুগ পর ইউরোর ফাইনাল নিশ্চিত করল স্পেন।

মিউনিখে আজ গোল করে দলের জয়ে অবদান রাখার সঙ্গে ইয়ামাল খেলেছেনও দুর্দান্ত। তাঁর পায়ে বল মানেই যেন দারুণ কিছুর সম্ভাবনা। অ্যাটাকিং থার্ডে ফ্রান্সের জন্য রীতিমতো আতঙ্ক হয়েই ছিলেন এই বার্সেলোনা তারকা।

বিপরীতে এই ম্যাচে চোখ ছিল এমবাপ্পের ওপরও। নাক ভাঙার পর আজ প্রথমবারের মতো মাস্ক ছাড়াই খেলতে নেমেছিলেন ফ্রান্স অধিনায়ক। আগের ম্যাচগুলোর তুলনায় আজ যথেষ্ট ভালোও খেলেছেন। শুরুতে দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলের নির্মাতাও ছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত হাসি মুখে মাঠ ছাড়তে পারেননি। হতাশা নিয়েই বিদায় নিলেন ইউরোর মঞ্চ থেকে।

ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই নিজেদের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দেয় স্পেন। বার্তা দিয়ে জানায়, প্রেসিং ও আক্রমণকেই পাখির চোখ করতে যাচ্ছে তারা। তবে পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি ফ্রান্সও। শুরুতে মিডফিল্ড দখলে রাখার চেষ্টা করে দিদিয়ের দেশমের দল। এর মধ্যে ম্যাচের ৫ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত স্পেন। কিন্তু লামিনে ইয়ামালের দুর্দান্ত এক ক্রসকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন ফাবিয়ান রুইজ। তাঁর হেড চলে যায় বারের ওপর দিয়ে।

পাল্টা আক্রমণে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন ৩৮ বছর বয়সী ডিফেন্ডার জেসুস নাভাস। নিষেধাজ্ঞার কারণে দানি কারভাহাল না থাকায় 'বুড়ো' নাভাসের কাঁধেই ছিল এমবাপ্পেকে থামানোর দায়িত্ব। তবে প্রথম যাত্রায় সফল হলেও দ্বিতীয়বার আর এমবাপ্পেকে আটকাতে পারেননি নাভাস।

উসমান দেম্বেলের কাছ থেকে বল পেয়ে নাভাসের মার্কিংয়ের ফাঁদ এড়িয়েই এমবাপ্পে অসাধারণ একটি ক্রসে বল বাড়ান কোলো মুয়ানির উদ্দেশে। নিখুঁত হেডে বল জালে জড়াতে বেগ পেতে হয়নি এই স্ট্রাইকারের। পুরো টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত এটিই ছিল ওপেন প্লেতে (ফ্রি,কিক, পেনাল্টি, আত্মঘাতী নয় এমন গোল) করা ফ্রান্সের প্রথম গোল। এই গোলে মিশেল প্লাতিনি ও জিনেদিন জিদানের পর তৃতীয় ফরাসি খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ ও ইউরোর সেমিফাইনালে গোলের কীর্তিও গড়েন মুয়ানি।

গোল খেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে ওঠে স্পেন। প্রেসিং ও পাসিংয়ের শক্তি দেখিয়ে একাধিকবার আক্রমণেও যায় তারা। যদিও সেসব আক্রমণ গোলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। উল্টো ১৯ মিনিটে দারুণ এক পাল্টা, আক্রমণে স্প্যানিশ ডিফেন্স কাঁপিয়ে দেন এমবাপ্পে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গোলটি পাওয়া হয়নি তাঁর।

অবশেষে ২১ মিনিটে দেখা মিলে বহুল প্রতীক্ষিত ইয়ামাল,জাদুর। টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত খেললেও গোল পাওয়া হচ্ছিল না ইয়ামালের। সেমিফাইনালের মঞ্চটাকে নিজের করে নিতেই যেন সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছিলেন এই কিশোর।

স্পেনের আক্রমণের ধারায় ইয়ামাল বলটি পান বক্সের কিছুটা বাইরে। তবে কি ঘটতে যাচ্ছে তা হয়তো তখনো কেউই আন্দাজ করতে পারেননি! কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা মেলে জাদুকরের জাদুর। ২৫ মিটার দূর থেকেই চার ডিফেন্ডারকে হতভম্ব করে অবিশ্বাস্য এক শটে বাঁ পাশের ওপরের কোনা দিয়ে বল জালে জড়ান ইয়ামাল। অনেক অনেক দিন মনে রাখার মতো এক গোল বটে! এই গোলে ইউরোতে নতুন এক ইতিহাসও লিখলেন ১৬ বছর বয়সী এ উইঙ্গার। ইয়ামালই এখন ইউরোতে ১৬ বছর বয়সে গোল করা একমাত্র ফুটবলার। পাশাপাশি এই গোলে ইউরো ও বিশ্বকাপ মিলিয়ে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হলেন ইয়ামাল (১৬ বছর ৩৬২দিন)। এর আগে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ১৭ বছর ২৩৯ দিনে গোল করেছিলে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল সম্রাট পেলে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**